ট্রুথ
সেন্টারড
ট্রান্সফরমেশন

মডিউল-৩

আল্লাহ্‌র সত্য এবং শয়তানের মিথ্যাকে বুঝতে পারা

শিক্ষক সহায়িকা

Truth Centered Transformation is a ministry of Reconciled World. Learn more at TCTProgram.org

Reconciled World

ট্রুথ সেন্টারড ট্রান্সফরমেশন মডিউল-৩.২, আল্লাহ্‌র সত্য এবং শয়তানের মিথ্যাকে বোঝা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ©২০১২ রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা, যুক্তরাষ্ট্র, ৗ্ঁ.ৎবপড়হপরষবফড়িৎষফ.ড়ৎম

এই রচনাটি ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনস-শেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে পাওয়া যাবে। আপনাকে নীচের শর্ত সাপেক্ষে এই কাজটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে ও অনুলিপি করতে, বিতরণ করতে ও অন্যের কাছে পাঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়া হোল: স্বীকারোক্তি - আপনাকে অবশ্যই এই কথাটি লিখে রাখতে হবে।

স্বীকারোক্তি করতে হবে: সর্বস্ত্ব ©২০১২। রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড,(www.reconciledworld.org)কর্তৃক ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনসশেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত ।

বিনা-লাভে বিতরণ - আপনি এই রচনাটি ব্যবসা বা লাভ করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না।

আপনি যদি এই রচনাটি অনুবাদ করতে চান, তাহলে দয়া করে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: info@tctprogram.org এই রচনার সকল শাস্ত্রাংশগুলো, যদি বিশেষভাবে বলা না হয়ে থাকে তাহলে, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত পাক কিতাবের, পুরাতন কেরী ভার্সন হতে নেওয়া হয়েছে।

শুরু করার পূর্বে

একটি অধ্যায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হোন

১. শিক্ষক সহায়িকাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যদি সম্ভব হয় বেশ কয়েকবার পড়বেন। মার্জিনের পাশে আপনি গুরুত্বপূর্ণ নোট নিয়ে রাখতে পারেন এবং সেই সাথে দাগ দিয়ে রাখতে পারেন যেন আপনি সহজে মনে করতে পারেন।

২. প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনি সহজেই বুঝবেন এই অধ্যায় থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি শিক্ষা পাবে।

৩. প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কিতাবের যে আয়াত দেয়া আছে সেগুলো পড়ুন।

৪. প্রত্যেক অধ্যায় শুরু করার পূর্বে সেই অধ্যায়ের সাথে কি কি উপাদান লাগবে সেটা দেখে নিন এবং অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকাটি সকলের জন্য প্রিন্ট করা আছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখবেন ও কোন অধ্যায়ের সাথে ভিজ্যুয়াল এইড যাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন।

৫. মনে রাখবেন প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করতে আপনি স্বচ্ছন্দ কিনা (নাটক, খেলা, ভিজ্যুয়াল এইড)। শিক্ষাদানের পূর্বে আপনি এগুলো আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতে পারেন।

৬. আল্লাহ্ যেন শিক্ষার্থীদের হৃদয় প্রস্তুত করেন, আল্লাহ্ তাদের কি বলতে চান সেই রব শোনার ও সেভাবে কাজ করার এবং আল্লাহ্ নিজে যেন সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ও অধ্যায়ের মাধ্যমে কাজ করেন, এই সকল বিষয়ে মোনাজাতের সময় নিন। মনে রাখবেন একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিতেই আমরা লোকদের পরিবর্তন দেখতে পাই।

শিক্ষাদানে সহায়ক কিছু পরামর্শ

১. চেষ্টা করুন নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছানোর এবং আপনার ম্যাটেরিয়াল/উপকরণ যে স্থান ব্যবহার করবেন সবকিছু গুছিয়ে নিন।

২. ম্যাটেরিয়াল/উপকরণ কখনো দ্রুততার সাথে ব্যবহার করবেন না। আলোচনা, অনুশীলন, এবং চা-বিরতির জন্য ভালোভাবে পরিকল্পনা করুন। এর লক্ষ্য হলো যেন অংশগ্রহণকারীরা যা শিখেছে তা বোঝার সময় পায় এবং শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একই ধারা বজায় রাখুন যেন সকলে বুঝতে পারে। এই পাঠ্যক্রমের কোন কোন বিষয় আছে যার জন্য একটু বেশী সময় বা একটি পুরো দিনেরও প্রয়োজন হতে পারে।

৩. মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করুন। প্রত্যেক সেশনের শুরুতে আগের ক্লাশে বা পাঠে কি শিখেছে সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন। আগে কি শিখেছে সেটা পুনরায় আলোচনা মানুষকে আরও বেশী স্বরণ রাখতে সাহায্য করে।

৪. শিক্ষক সহায়িকাটি ভালো ভাবে লক্ষ্য করুন এবং নোটগুলো ব্যবহার করুন।

৫. প্রত্যেক অধ্যায়ের চারটি অংশ যুক্ত হয়েছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

- ক. আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা- বিভিন্ন কর্যক্রম বিষয়টি তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করবে।
- খ. নতুন তথ্য দিন- বিভিন্ন উপায়ে আপনি নতুন তথ্য দিতে পারেন।
- গ. শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার উপরে তাদের কোন কাজ দেয়া- অন্যদের সাথে কাজ করা, নতুন কিছু তৈরী করা, অথবা কোন কাজ করা এমন বিভিন্ন কর্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।
- ঘ. শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে এমন তথ্য ব্যবহার করা- পাঠ্যক্রমটির শেষে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে তারা তাদের জীবনে যা শিখেছে এমন নতুন তথ্য প্রয়োগ করবে।

৬. প্রাপ্তবয়স্কদের শেখার নীতিগুলো এবং প্রশিক্ষণের জন্য শেখানো অন্যান্য দক্ষতা পর্যালোচনা করুন।

ক. সঠিক নির্দেশনা দিন।
খ. সবাই উত্তর দিতে এমন ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
গ. অংশগ্রহণকারীদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিন।
ঘ. লোকেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে আরও ভাল শিখতে পারে এমন কিছু বলবেন না।
ঙ. লোকদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের জানার উপরে ভিত্তি করে সবকিছু তৈরী করুন।
চ. অংশগ্রহণকারীদের সাড়া পাবার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন।

৭. প্রত্যেককে অংশ নিতে, আলোচনা করতে এবং সহযোগীতা করতে উৎসাহিত করুন। অনেকেই আছে যারা একটু লজ্জা পায় তাদের বিব্রত না করে অংশগ্রহণ করানোর জন্য ভিন্ন উপায় খুঁজে বের করুন।

৮. দিনের বিভিন্ন সময়ে মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্ আপনার ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও নতুন বিষয় দেন।

কিভাবে শিক্ষক সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন

১. **উদ্দেশ্য এবং উপকরণ:** প্রত্যেক অধ্যায় এই সেকশনের মাধ্যমে শুরু হবে।

- **ক. মূল ধারণা-** এগুলো হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা যা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন যে তারা সঠিক ধারণা লাভ করেছে কিনা।
- **খ.উপকরণ-** প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কি কি উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে সেটা উল্লেখ করা আছে। আপনি চাইলে সকলের জন্য একটি করে শিক্ষার্থীদের সহায়িকা কপি তৈরী করে দিতে পারেন অথবা যে অধ্যায়ের জন্য প্রয়োজন শুধু সেই অধ্যায়টি কপি করে দিতে পারেন। যদি আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়িকাটি ব্যবহার করতে না চান তাহলে, কিতাবের আয়াত এবং প্রশ্ন একটি হোয়াইট বোর্ডে বা পোষ্টারে অথবা আয়াতগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে প্রত্যেক দলের জন্য লিখে দিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক বড় দলের শিক্ষাদানের জন্য পোষ্টার পেপার, একটি হোয়াইট বোর্ড, অথবা চকবোর্ড ব্যবহারের অনুরোধ করে থাকি।
- **গ.** নিচের বিষয়গুলি কখন ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা আপনাকে সাহায্য করবে:
  - **শিক্ষার্থী সহায়িকা** - এইভাবে লেবেল করা হবে।
  - **ভিজ্যুয়াল এইডস্** - এইভাবে লেবেল করা হবে।

২. **শিক্ষকের জন্য নিদের্শনা:** এই ট্রেনিংটি ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য এখানে কিছু বিশেষ নির্দেশনা দেয়া আছে। তবে এই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা যাবে না। আপনাকে এই নির্দেশনাগুলি আগে পড়ে নিতে হবে যেন আপনি আলোচনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এখানে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর ইটালিক(*বাকা*) করা থাকবে যা আপনাকে সাহায্য করবে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কি ধরণের উত্তরের ধারণা দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যে উত্তর গুলি এখানে লেখা আছে এগুলোই ভালো উত্তর নয় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আরও ভালো উত্তর আসতে পারে।

৩. **সময় রক্ষা করা এবং পরিচালনা করা:** প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে সময় দেয়া হয়নি।

- ক. প্রত্যেক অধ্যায়ে যা লেখা আছে তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝানোর জন্য আপনি সময় নিতে পারেন। সময় রক্ষার করার চেয়ে আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বুঝতে পেরেছে কিনা।
- খ. মনে রাখবেন যে শিক্ষা দিবেন তার জন্য কিছু সময় রাখবেন যেন সে মোনাজাত, আত্মসাক্ষ্য, কোন সমস্যার জন্য সমাধান দিতে পারা এবং সবশেষে একসাথে মোনাজাত করতে পারে।

অনুশীলনী ১: আমরা কি রুপান্তরিত হচ্ছি?

মূল বিষয়

একজন ঈসায়ী হিসেবে আমরা যখন আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতায় পথ চলি তখন আমাদের জীবন অবশ্যই পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

ভূমিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *নিচের গল্পটি পড়ুন।*

১ গল্প: পালকের স্ত্রী

দক্ষিণ এশিয়াতে, একজন পালকের স্ত্রী ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতেন এবং তার সম্প্রদায়ের সেবা করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতিবেশীদের সাহায্য করার উপায় হিসাবে, তিনি গর্ভপাত করেছিলেন। "সবকিছুর উপরে", তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, যদি একজন মহিলার ৮টি সন্তান থাকে এবং ৯ম সন্তানকে সে যদি খাওয়াতে না পারে তাহলে গর্ভপাত করে কি সাহায্য করা সমাজের জন্য উপকার নয় কি?

২য় গল্প: ইউ. এস. শহর

পূর্ব সেন্ট লুইস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫,০০০ জনসংখ্যার একটি শহর। ছোট শহরে ৫৯টি জামাত রয়েছে এবং বেশিরভাগ মানুষই ঈসায়ী। কিন্তু ২০০০-২০২০ সাল পর্যন্ত, পূর্ব সেন্ট লুইসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন শহর বা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহিংস অপরাধের এবং হত্যার হার সবচেয়ে বেশী ছিল।

৩য় গল্প: নদী সম্প্রদায়

আমাজন নদীর ধারে, অনেক প্রত্যন্ত সম্প্রদায় রয়েছে যেখানে কেবল নৌকার মাধ্যমে যাওয়া যায়। বহু বছর আগে, এই সম্প্রদায়গুলিতে কোন পরিচিত ঈসায়ী ছিল না। তারপর মিশনারিরা এসব এলাকায় এসে প্রচার করা শুরু করেন এবং এত মানুষগুলো রক্ষা পায়। মিশনারীরা সেখানে কিছুদিন থাকে, জামাত তৈরী করেন, এবং নদীর ধারে পরবর্তী সম্প্রদায়ের কাছে যান। সেখানে একই প্রত্যন্ত অঞ্চলে, নদীর ধাওে ঈসায়ীরা আছে, কিন্তু গ্রামের সবাই এখানে খুবই দরিদ্র। কোনক্রমে বেচেঁ থাকার মত খাবার পরিবারগুলোতে আছে। এই পরিবারগুলির নগদ টাকা পাবার উপায় হিসেবে নিজেদের বারো বা তেরো বছরের মেয়েদের ভাড়া দিয়ে থাকে। পিতারা তাদের কন্যাদের সমাজের ধনী লোকদের কাছে টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিয়ে থাকেন। ঈসায়ী পিতারাও একই কাজ করে থাকেন- অর্থাৎ তাদের কন্যাদের ভাড়া দিয়ে থাকেন।

- প্রতিটি গল্পে আসলে কি ঘটেছে?
- এই গল্প গুলো কি অবাক করার মত নাকি নয়? কেন এগুলো অবাক করার মত?
- এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র মনের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে বলে আপনি মনে করেন? কেন?

৪র্থ: একটি পাহাড়ী গ্রাম

পাহাড়ের মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল। এটি মূলত সেই দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এলাকা ছিল এবং লোকেরা সাধারণ জীবনযাপন করতো। তাদের খাওয়ার মত যথেষ্ট খাবার ছিল না। প্রতি বছরের খাবার কেমন হবে তা নির্ধারণ করার জন্য তারা আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল- তা কি যথেষ্ট হবে, নাকি তারা অভাবের সম্মুখীন হবে? তাদের পয়ঃনিষ্কাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না এবং বলতে গেলে তারা মৌলিক আবাসন ব্যবস্থার থাকতো। তারা জমিতে কঠোর পরিশ্রম করেছে, বছরের পর বছর তারা সংগ্রাম করেছে, কিন্তু তার পরও তারা অসুখী লোক ছিল না:

ত্রিশ বছর আগে, মিশনারিরা এথম এই এলাকায় এসে মসীহ্‌র কথা বলেছিল। গ্রামের লোকেরা অনেকে শোনে এবং বুঝতে পারে পরর্বতীতে তারা মসীহ্‌কে গ্রহণ করে। মিশনারীরা এই এলাকার লোকদের জামাত স্থাপন করতে সাহায্য করে। লোকেরা নিয়মিত জামাতে যেতে শুরু করলো। তারা খুশী ছিল কারণ তারা জানত যে, যখন তারা মারা যাবে, বেহেস্তে যাবে, এবং তারা সেই চমৎকার দিনের অপেক্ষায় ছিল যখন তারা তাদের নাজাতদাতার সাথে দেখা করবে।

মিশনারীরা চলে যাবার পর স্থানীয় নেতাদের অধীনে জামাত চলতে থাকে। ত্রিশ বছর পর, জামাত বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং লোকেরা একসাথে পথ চলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, তারপরও গ্রামটি এখনও একইরকম রয়ে গেছে। তারা এখনও দরিদ্র, এবং এখনও তারা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে তাদের পরবর্তী বছরের খাবারের জন্য। এখনও সেই গ্রামে কোন ল্যাট্রিন নেই। খুব সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

- এই গল্পে কি ঘটেছে?
- এই গল্প গুলো কি অবাক করার মত নাকি নয়? কেন এগুলো অবাক করার মত?
- এই গল্প এবং অন্য গল্প গুলোর মধ্যে কি কি মিল রয়েছে?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, শেষ গল্পটি আমাদের কাছে প্রথম ৩টি গল্পের মত অবাক করার মনে হয় না কারণ এটি সাধারণ। কিন্তু এটি আর সব গল্পের মতই: যখন লোকেরা তাদের পাপ থেকে অনুতপ্ত হয়েছিল এবং যীশুকে তাদের নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাদের জীবন পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ্ চান যে আমাদের জীবন কেবল বেহেস্তেই নয়, পৃথিবীতেও আলাদা হোক।

নাজাত বনাম উন্নয়ন

দলীয় আলোচনা

নিম্নের আয়াতগুলো পড়ুন। এখানে আমাদের উদ্ধার পাবার বিষয়ে কি বলা হয়েছে?

- ইফিষীয় ২:৮-৯
- গালাতীয় ২:১৫-১৬

আমরা ঈসাতে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা পেয়েছি। আমরা আমাদের কাজ দ্বারা রক্ষা পাই না- আমাদের আনুগত্যও আমাদের রক্ষা করে না। কেউই সবকিছু ঠিকঠাক মত করতে পারে না। আমরা সবাই পাপ করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ ঈসাকে আমাদের নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নাজাত পাওয়ার একটি উপায় তৈরী করেছেন। ঈসা আমাদের নাজাতের পথ তৈরী করার জন্য আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

মাঝে মাঝে লোকেরা মনে করে তারা তাদের কাজের দ্বারা নাজাত পেয়েছে- অর্থাৎ ভালো কাজ বা সঠিক কাজ করতে হবে তাহলে তারা রক্ষা পাবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের নাজাত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি উপহার। আমরা ঈসাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে এটি আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি। এই মূল্যবান উপহার পাওয়ার পর, আমরা এতটাই কৃতজ্ঞ হই যে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হই। এটি আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের একটি উপায়। এটি নাজাত পাবার উপায় নয়।

মনে করুন আপনার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনার কাছে এসে আপনাকে বলছে, "তুমি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি তোমাকে অনেক, অনেক দামী একটি উপহার দিতে চাই যা প্রকাশ করে তুমি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

- এখন যে ব্যক্তি আপনাকে উপহার দিয়েছে তার সর্ম্পকে আপনি কেমন অনুভব করবেন? তার সাথে আপনার আচরণ কেমন হবে?

এটা ঠিক, আমরা ধন্যবাদ দিব এবং কৃতজ্ঞ হব। আমরা তাদের খুশি করার জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে পারি এবং তাদের সেবা করার উপায় খুজঁতে পারি। একজন ব্যক্তি বা মানুষ আমাদের যে উপহার দিতে পারে আল্লাহ্ আমাদের তারচেয়েও অনেক বড় উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাদের মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সাথে সর্ম্পক রাখার, তাঁর সাথে কথা বলার এবং তাঁর কথা শোনার, আমাদের পাপ ক্ষমা করার এবং অনন্ত জীবন পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

- আমরা জেনেছি যে আল্লাহ্ আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহারটি দিয়েছেন, তাহলে তাঁর সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন?

নাজাতের মত মূল্যবান উপহারের পাবার পর আমাদের প্রতিক্রিয়া হতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের অনুগত থাকার ইচ্ছা। আমরা অনুগত থেকে নাজাত নাও পেতে পারি কিন্তু নাজাত পাবার পর আনুগত্য হওয়া বাধ্যতামূলক। আমরা দেখেছি, আমরা যখন আল্লাহ্‌র অনুগত হব তখন আমরা তাঁর রহমতের বিষয়েও জানবো। আল্লাহ্‌র নিয়ম এবং নির্দেশ আমাদের উন্নতির জন্য।

গত মডিউলে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম যে, আপনি যখন নতুন কোন জিনিস কিনবেন তার সাথে এটি ব্যবহারের নির্দেশনা একটি বই থাকে। আমরা যদি পণ্যটি থেকে সেরা সেবা পেতে চাই তাহলে অবশ্যই তার নির্দেশিকা পড়তে হবে। হয়তো আমরা নির্দেশিকা না পড়েই ঠিক করতে পারি, কিন্তু যারা নির্দেশিকা পড়ার জন্য সময় নেয় তারা সমস্ত বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে জানবে এবং পণ্যটি অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হবে কারণ তারা জানে কিভাবে এটির যত্ন নিতে হয়।

একইভাবে, আল্লাহ্ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জানেন কিভাবে এতে বাস করতে হয়। তিনি আমাদের সীমাবদ্ধ বা অসুখী না করার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম দিয়েছেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি আমাদের কিছু নিয়ম বা আইন দিয়েছেন যেন আমরা উন্নতি লাভ করতে পারি।

আসুন আমরা কিতাব থেকে আল্লাহ্‌র দেওয়া কিছু নিয়মের দিকে লক্ষ্য করি- আপনি কি মনে করেন যে এই নিয়মগুলো অমান্য করলে আমাদের জীবন আরও ভালো বা খারাপ হবে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: যখন আপনি নিচের উদাহরণগুলি পড়বেন তখন শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব মতামত দানের সুযোগ দিন।

- লোভ করবেন না (যদি আমরা লোভ করি তাহলে আমাদের জীবন সুখের হবে না; আমাদের মধ্যে সবসময় আকাংখা থাকবে এবং আল্লাহ্ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকবো না।)
- হত্যা করবেন না (যদি আমরা হত্যা করি তাহলে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং মানুষের মধ্যে আস্থার অভাব তৈরী হবে; আমরা নিরাপদ থাকবো না- হয়তো আমরা পরবর্তীতে খুন হতে পারি।)

- ব্যভিচার করবেন না (ব্যভিচার বৈবাহিক বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করে।)
- চুরি করবেন না (এতে করে আবার বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যেকে একে অপরের কাছ থেকে চুরি করবে।)
- আপনার সমস্ত হৃদয়, রূহ, শক্তি এবং মন দিয়ে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসুন। (এটি আমাদের জীবনকে আরও ভালো করে তোলে। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি- যেন আমরা কঠিন সময়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি, তাঁকে যেন বিশ্বাস করতে পারি সেই প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন, এবং আমরা জানি যে যত খারাপ বিষয়ই হোক না কেন আমরা কখনই একা নই কারণ আল্লাহ্ আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের সাথে তিনি রয়েছেন।)
- প্রতিবেশীকে নিজেন মত প্রেম করুন (এমন একটি সমাজের কথা চিন্তা যেখানে সবাই বাধ্যতায় চলে।)

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ঈসাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছি। আমাদের আনুগত্য দ্বারা আমরা নাজাত লাভ করি না, কিন্তু নাজাতের জন্য ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা থেকে আনুগত্য প্রকাশ করি। আমরা যেমন অনুগত হবে, ততটাই সমৃদ্ধ হব। আল্লাহ্ কখনই এই প্রতিশ্রুতি দেন না যে যারা নাজাত পেয়েছে এবং সঠিকভাবে জীবনযাপন করছে তাদের জীবন সহজ হবে। কিন্তু তিনি এটি প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের জীবনে তিনি ভালোর জন্য কঠিন পরিস্থিতির বা কঠিন সময়কে ব্যবহার করবেন।

আল্লাহ্‌র নিয়ম/আইন

বড় বা ছোট দলের আলোচনা

দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-২০ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ এখানে কিভাবে তাঁর নিয়ম বা আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন? এগুলো কি খুব কঠিন অথবা সহজ ছিল?
- ১৫ আয়াত অনুযায়ী আমাদের জন্য ঐচ্ছিক কোন বিষয় রয়েছে? আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন?
- কোন বিষয়টি জীবন এবং রহমত বয়ে আনে? (১৬ আয়াত)
- কোন বিষয়টি মৃত্যু এবং অভিশাপ বয়ে আনে? (১৭-১৮ আয়াত)
- আমরা কোনটা পছন্দ করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন? (১৯ আয়াত)

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪ পড়ুন।

- যদি আমরা আল্লাহ্‌র নিয়মকানুন অনুসরণ করি তাহলে কি ঘটবে?
- এই প্রতিজ্ঞাগুলো কি আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য নাকি এই পৃথিবীর থাকাকালীন সময়ের জন্য?

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৫-১৯ পড়ুন।

- আমরা যখন আল্লাহ্‌র নিয়মকানুন মানি না তখন কি ঘটে?

আল্লাহ্ অনেক আইন তৈরী করেছেন যা আমাদের শেখায় কীভাবে আমাদের বাচঁতে হবে। এমন নৈতিক আইন আছে যা ব্যক্তিগত মঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার একটি উদাহরণ হলো, "ব্যভিচার করো না।" আর এমন কিছু আইন বা নিয়ম রয়েছে প্রাকৃতিক বা তৈরী কৃত যা নিয়ন্ত্রণকারী। উদাহরণস্বরূপ হতে পারে, প্রতিটি দিনের ২৪টি ঘন্টা থাকে এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য জলের প্রয়োজন। আমরা আল্লাহ্‌র নিয়ম মেনে চলার সাথে সাথে, আমাদের জীবনের উন্নতি দেখতে পাবো। আমাদের এই নিয়মগুলো বুঝতে হবে এবং আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা শুরু করতে হবে। এটি করার মাধ্যমে, আমরা দেখতে পাবো আল্লাহ্ কীভাবে আমাদের করেন।

ফিজির পরিবর্তন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *ফিজির বিষয়ে লেখা নিচের গল্পটি পড়তে পারেন অথবা যদি আপনার সুযোগ থাকে তাহলে পাচঁ মিনিটের এই ভিডিও লিঙ্ক দেখাতে পারেন (https://www.sentinelgroup.org/let-the-sea-resound#Doc-Trailer).*

গল্প শোনার সময়, নিচের প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে সেটা চিন্তা করুন:

১. কোন কোন ভাবে বা উপায়ে লোকেরা আল্লাহ্‌র অনুগত হতে পারে?
২. কোন কোন উপায়ে তারা দেখতে পেয়েছে আল্লাহ্ তাদের রহমত করছেন?

ফিজির পরিবর্তনের গল্প

ফিজি ৩২২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দেশ। এটি একটি সুন্দর এলাকা যেখানে অনেক বিখ্যাত মানুষ ছুটি কাটাতে যান। দেশটির বেশিরভাগ আয় আসে পর্যটকদের কাছ থেকে। ফিজিতে ৯০০,০০০ মানুষ বাস করে। অর্ধেক লোক স্থানীয় ফিজিয়ান; প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভারতীয় শ্রমিকদের বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দ্বারা ফিজিতে নিয়ে আাসা। এই দুই দল সবসময় একত্রিত হয় না।

২০০০ সালের মে মাসে একটি অভ্যুত্থান হয়েছিল। সেসময় সরকার দখল করা হয়, এবং সরকারী কর্মকর্তাদের ৫৬ দিন বন্দুকের মুখে আটকে রাখা হয়। রাস্তায় দাঙ্গা হচ্ছিল, এবং লোকেরা একে অপরকে হত্যা করছিল। সৈন্যরা একে অপরকে আক্রমন করছিল। সেইসাথে পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের আয়ও কমে যায়। সরকারের সদস্যরা মুক্তি পাওয়ার পরও দেশে বিশৃংখলা বিরাজমান।

এই সময়ের পূর্বে, ফিজির চার্চগুলি একসাথে কাজ করেনি বা একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এর পরিবর্তে তারা একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কিন্তু যখন অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তখন সকল মন্ডলী বুঝতে পেরেছিল যে তাদের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন এবং একসাথে তাদের জাতির জন্য মোনাজাত করা প্রয়োজন। যখন তারা তাদের বৈঠক করেছিল, তখন তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল কেউ আসবে কিনা, কিন্তু পরবর্তিতে পুরো জামাতঘর নেতাদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। পালকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, যদি আল্লাহ্‌র রহমত তাদের জাতির জন্য পেতে হয় তাহলে তাদের একসাথে কাজ করতে হবে এবং প্রার্থনায় একত্রিত হতে হবে। এই বিষয়টি তাদের নতুন সহকারিতায় পরিচালিত করেছিল; ঈসায়ী জামাতের সমিতি।

২০০১ সালের জুলাই মাসে সারা দেশের ঈসায়ীরা যৌথ মোনাজাত এবং কিতাব শিক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছিল। সবকিছুর শেষে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মোনাজাত করেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা মোনাজাত চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌কে যেন সম্মান করতে পারেন সেই পথে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা চান। এরপরই, তিনি ফিজির প্রধানমন্ত্রী হন এবং তার সাথে সেবা করার জন্য অন্যান্য ধার্মিক নেতাদের সন্ধান করেন।

অনেক আগে, ফিজি জাদুবিদ্যা এবং নরখাদক দেশ নামে পরিচিত ছিল। এমনকি তারা তাদের বন্দীদের নিজেদের দেহ পোড়ানোর জন্য বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে বাধ্য করেছিল। এই অতীত- যাদুবিদ্যার চলমান অনুশীলনের সাথে গ্রামগুলির উপর একটি অভিশাপ রেখে গিয়েছিল। সেখানে রহস্যময় অসুস্থতা এবং মৃত্যু বিরাজ করতো। কিছু এলাকায় ফসল বা ফল হতো না। কোনো কোনো স্থানে মাছ পানিতে থাকতে পারত না।

একটি গ্রাম মাদক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ওই এলাকার মাদক ব্যবসায়ীর এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার আশংকা করছেন। কিন্তু তার বন্ধুরা মোনাজাতের জন্য তাকে গির্জায় নিয়ে যায়। তিনি সুস্থ হয়েছিলেন এবং তার জীবন ঈসাকে দিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা যখন শুনলো কি ঘটেছে, তারাও ঈসাকে অনুসরণ করতে চাইল। তারা বুঝতে শুরু করেছিল যে শয়তান তাদের সাথে মিথ্যা বলছে। তারা তাদের এলাকায় সব জাদুবিদ্যা বন্ধ করে দেয়। এমনকি মাদক ব্যবসায়ীরা ঈসায়ী হয়ে মাদক বিক্রি বন্ধ করে দেয়। প্রতিদিন গ্রামের নেতারা ভোর ৪টায় মোনাজাতের জন্য একত্রে মিলিত হয়। তারা ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌কে তাদের সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। আর আল্লাহ্ তাদের মোনাজাত শুনলেন! লোকেরা যারা প্রায়ই অসুস্থ হতেন তারা সুস্থ হতে শুরু করলেন। যে গাছে ফল হতো না সেই গাছগুলিতে ফল হতে শুরু করল এবং সমুদ্র মাছে ভরে গেল যেখানে অতীতে অল্প কি

অন্য একটি এলাকায়, ৫৫ বছর কোন মাছ ছিল না কারণ সেখানকার পানি বিষাক্ত ছিল। নদীর দুপাশে, কোন ফসল ছিল না বা হতো না। গ্রামের সবাই তাদের পূর্বপুরুষদের পাপ স্বীকার করতে এবং জাদুবিদ্যা থেকে ফিরে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাদের পাপের ক্ষমা চেয়েছিল। দিনের পর দিন, তারা আল্লাহ্‌র কাছে এসে কাদঁত। প্রত্যেকে তাদের জাদুবিদ্যার জিনিসগুলো এনেছিল এবং সেগুলি ধ্বংস করেছিল। এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ্ তাদের জল নিরাময় করলেন এবং সেই জল মাছে পরিপূর্ণ হলো। নদীর পাশের জমি গুলোও ফসলে পরিপূর্ণ হল।

শহরগুলোতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। জামাতগুলো একত্রিত হয়ে প্রতিনিয়ত তাদের শহরের জন্য মোনাজদ করে। তারা আগে একে অপরের সাথে যেমন আচরণ করেছিল তার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। শহরগুলো পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। আগে মানুষ এখানে হাসত না, এখন তারা প্রাণ খুলে হাসে। অপরাধ, দারিদ্র, ভিক্ষুক এবং পথশিশুদের সংখ্যা অনেকটা কমে গিয়েছে। শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করেছে। অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে, এবং পর্যটকেরা ফিরে এসেছে।

কিন্তু জামাত এদিকে অভ্যুত্থানের সময় যারা সরকার দখলের চেষ্টা করেছিল তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কারাগার ছিল এমন জায়গা যেখানে কোনো আশা ছিল না। কিন্তু জামাতগুলো থেকে কারাগারে যেতে শুরু করে। প্রথমে এটা কঠিন ছিল। বন্দীদের মধ্যে অনেক ঘৃণা ছিল এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল যারা তাদের ক্ষমতা গ্রহণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছিল। তারা ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কাজ করলেন, এবং বন্দীরা অনুতপ্ত হয়ে ঈসায়ী হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাদের অনেক আশা এবং আনন্দ দিয়ে পূর্ণ করেছেন! পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকেরা কারাগারে লোকেদের আল্লাহ্‌র উপাসনার গান গাইতে শুনতে পেত - সেটা জমাতের মতো শোনাচ্ছিল!

২ খান্দাননামা ৭:১৪ পড়ুন।

- *ফিজির লোকদের আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার উপায় কী? ২ খান্দাননামা অনুযায়ী এটি কি একই ছিল বা আলাদা?*
  - *জামাত একসাথে কাজ করেছে।*
  - *জামাত একসাথে মোনাজাত করতে শুরু করে।*
  - *অতীতে যা করা হয়েছে তার জন্য লোকেরা ক্ষমা চেয়েছিল।*
  - *যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত জিনিস ছুড়ে ফেলে।*

- *আল্লাহ্ কি করেছিলেন যখন তারা তাঁর দিকে ফিরেছিল? কি কি উপায়ে আল্লাহ্ ফিজিকে রহমত করেছিলেন?*
  - *জমিতে গাছপালা বেড়েছে যেখানে আগে কোনো গাছপালা ছিল না।*
  - *সমুদ্রে মাছ পাওয়া যাচ্ছে।*
  - *অপরাধ কমেছে।*

- *সেখানে পথশিশু ও ভিক্ষুক কমেছিল।*
- *শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করেছিল।*
- *মানুষ হাসল।*
- *পর্যটকরা ফিরে এসেছে।*
- *অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে।*

আল্লাহ্ আশ্চর্যজনকভাবে তাদের দেশকে আরোগ্য করলেন।

আল্লাহ্ আশ্চর্যজনকভাবে তাদের দেশকে আরোগ্য করলেন।

- আল্লাহ্ কি আপনার সমাজেও এমন করতে পারেন?
- ২ খান্দাননামা ৭:১৪ অনুযায়ী আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের এখন করা প্রয়োজন?

উপসংহার

ঈসা আমাদের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে আমরা ঈসায়ী হয়ে থাকি। আমরা যখন আল্লাহ্কে অনুসরণ করতে থাকি, তাঁর আনুগত্য হই, তখন আমাদের জীবন পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের দারির্দ্র ও ভগ্নতার মধ্যে থাকা উচিত নয়। এর পরিবর্তে আল্লাহ্ আমাদের রহমত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু শুধুমাত্র আমরা তাঁর আনুগত্য হিসাবে. ফিজির গল্পের মতো, আমরা যখন অনুতপ্ত হই, আমাদের পাপ থেকে ফিরে আসি, এবং আল্লাহের আনুগত্য হতে চাই, তখন পরিবর্তন দেখতে পাবো। এর অর্থ এই নয় যে আমরা কখনই সমস্যার মুখোমুখি হব না - আমরা এখনও একটি পাপপূর্ণ, ভগ্ন জগতে বাস করি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবন এবং সম্প্রদায়ের পরিবর্তন হওয়া উচিত।

- লোকেরা মসীহের কাছে এসেছে বলে আপনি আপনার সম্প্রদায়ে কী ধরণের পরিবর্তন দেখেছেন? (এই পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্কে ধন্যবাদ জানাতে সময় নিন)।

পরবর্তী কয়েকটি পাঠে আমরা আল্লাহের আরও নিয়ম/আইন দেখব। তারপরে আমরা দেখব কিভাবে শয়তান আমাদের মিথ্যা বলে এবং আমাদের দারিদ্রের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে এবং কীভাবে আল্লাহের সত্য আমাদের মুক্ত করতে পারে।

অনুশীলনী ২: আমরা সৃষ্টির কার্যাধক্ষ্য হতে চাই

মূল বিষয়

১. আল্লাহ্ মানুষকে দায়িত্ব পালন করতে, কাজ করতে এবং সৃষ্টির যত্ন নিতে বলেছেন। সৃষ্টির সাথে এর একটি সঠিক সম্পর্ক রয়েছে।
২. আমাদের সৃজনশীলতাকে কাজে এবং সৃষ্টিকে দেখাশোনার কাজে ব্যবহার করতে হবে, অপব্যবহার করতে বা সৃষ্টি দ্বারা শাসিত হতে নয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

১. ভিজ্যুয়াল এইডস্ সৃষ্টির কার্ডের ২ বা ৩ সেট (প্রতি সেট ১৮ কার্ড; প্রিন্ট করতে হবে এবং আলাদা করতে হবে)
২. কিছু ফাঁকা কার্ড
৩. পানির ব্যাগ
৪. জল পরিষ্কার করার জন্য একটি কাপড়
৫. পরিকল্পনা লিখতে বড় কাগজ

ভূমিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *ঘরের মধ্যে একটি পানির ব্যাগ এমন জায়গায় রাখুন যেখানে এটি প্রবাহিত হওয়ার কারণে কিছু ক্ষতি করবে না কিন্তু যেখানে শিক্ষার্থীরা এটি লক্ষ্য করবে। ব্যাগে একটি ছোট ছিদ্র তৈরি করুন এবং আপনি অনুশীলনী শুরু করার সময় পর্যন্ত জল শেষ হয়ে যেতে দিন। নিশ্চিত করুন যে ছিদ্রটি যথেষ্ট বড় যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য জল যথেষ্ট দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে। অনুশীলনী শুরু করুন এবং কেউ জল লক্ষ্য করলে এই উদাহরণটি সম্পূর্ণ করুন।*

যখন কেউ ব্যাগ থেকে প্রবাহিত জল সম্পর্কে মন্তব্য করে তখন তাদের বলুন যে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীদের কী করা যেতে পারে তার পরামর্শ দেওয়ার অনুমতি দিন। যদি কেউ অবিলম্বে পরামর্শ না দেয় তবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, 'আপনি কি কিছু করতে পারেন?'

বড় দলের আলোচনা

- এখানে কী ঘটেছে?
- যখন আমি বললাম "এই পানি থামানোর কোন উপায় আমার জানা নেই" তখন আপনার কি চিন্তা করেছেণ?
- যদি আমরা পানি গড়ানো বন্ধ না করতাম তাহলে কী নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারত?

আল্লাহ্ আমাদেরকে কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে তার সৃষ্টির অধিপতি-বা শাসক হতে বলেছেন। এই পাঠে, আমরা সেই বিবৃতিটিকে আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করব।

গল্প

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিচের গল্পটি পড়ুন।*

পোকোমচি ভারতীয়রা গুয়াতেমালার দরিদ্রতম প্রদেশের দরিদ্রতম লোকদের মধ্যে বাস করছে। বহু বছর আগে, মিশনারিরা ধর্ম প্রচার করতে এবং জামাত স্থাপন করতে এসেছিল। অনেক পোকোমচি মসীহ্কে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের সম্প্রদায়গুলি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তরুণ খ্রিস্টান ধর্মান্তরিরা ভবিষ্যতের জন্য একটি আশা অর্জন করেছিল, কিন্তু আজকের জন্য কোন আশা নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল যাতে তারা পৃথিবীতে তাদের দুঃখজনক অস্তিত্ব ছেড়ে বেহেস্তে ঈসার সাথে থাকতে পারে।

এটি পরিবর্তন হতে শুরু করে যখন আর্তুরো, একজন তরুণ যাজক, পোকোমচির মধ্যে কাজ করতে আসেন। তিনি অশিক্ষিত পোকোমচি যাজকদের যত্ন সহকারে কিতাব শিখিয়েছিলেন। যখন তারা অধ্যয়ন করত, তখন তিনি ব্যাখ্যা করতেন যে আল্লাহ্ কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিতাবের নীতি ও আইন প্রয়োগ করতে চান।

পোকোমচির মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা ছিল ফসল তোলার জন্য যথাযথ গুদাম/স্টোরেজ সুবিধার অভাব। প্রায়শই, কৃষিজীবি কৃষকরা ভাল ফসল সংগ্রহ করে, কিন্তু তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর আগে ইঁদুররা তা খেয়ে ফেলে। আর্তুরো কৃষকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি না ইঁদুর কে বেশি বুদ্ধিমান?' কৃষকরা হেসে বলল, 'ইঁদুর।' আর্তুরো জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ইঁদুরের ওপর রাজত্ব কর, নাকি ইঁদুর তোমার জীবন শাসন করে?' কৃষকরা সম্মত হন যে ইঁদুরগুলি তাদের এবং তাদের পরিবারের উপর শাসন করে। তারা খাবার নিয়ে গেল, কেউ তাদের বাধা দিল না। মানুষ নয়, ইঁদুররা, সিদ্ধান্ড় নিয়েছে ইঁদুররা কী খেতে পারে।

তারপর, আর্তুরো তাদের দেখিয়েছিলেন যে বাইবেল বলেছে যে পুরুষ এবং মহিলারা সৃষ্টির উপর শাসন করতে পারবে। তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ্ তাদের সৃজনশীলতার সাথে আশীর্বাদ করেছেন কারণ তারা তাঁর প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছিল। তারা সৃষ্টির উপর শাসন করার নীতি মেনে চলার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকে তাদের উপর শাসন করতে দেবে না।

পোকোমচি জাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তাদের কিতাব অনুসারে কাজ করতে হবে এবং ইঁদুরের উপর শাসন করতে হবে। তারা গুদাম/স্টোরেজ সুবিধা তৈরি করেছিল যা ইঁদুরকে তাদের খাবার থেকে দূরে রাখে। একবার ইঁদুর থেকে খাবার রক্ষা করা হলে তারা তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতে শুরু করে।

বড় দলের আলোচনা

- এই গল্পে কি ঘটেছে?
- এই গল্প থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? আমাদের এলাকায় আমরা এটি কীভাবে প্রয়োগ করবো?

কিতাব থেকে আলোচনা

বড় দলের আলোচনা

জবুর-শরীফ ২৪:১ পড়ুন।

- পৃথিবী কার অর্ন্তগত?

পয়দায়েশ ১:২৬-২৮ এবং পয়দায়েশ ২:১৫ পড়ুন।

- আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর মানুষকে কি করতে বলেছেন?
  - *আধিপত্য*
  - *কাজের দায়িত্ব*
  - *তাদের যত্ন নেয়া*
- এদের যত্ন নিতে হবে কথাটির মানে কি? আমরা যখন কিছু যত্ন করি তখন আমরা কী করি? আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি?
  - *যখন আমরা কোনো কিছুর যত্ন নিই, তখন আমরা এটিকে রক্ষা করি এবং নিশ্চিত করি যে এটি ভেঙে বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আবর্জনা না ফেলে বা সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে না দিয়ে এটি করতে পারি। আমাদের খুব বেশি গাছ কাটার মতো বিষয়গুলির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যা ভূমিধসের কারণ হতে পারে।*
- কাজের দায়িত্ব নিতে হবে বলতে কি বোঝানো হয়েছে? কিভাবে আমরা এটি করতে পারি?
  - *যখন আমরা কাজ করি, তখন আমরা কিছু তৈরি করি। সৃষ্টির উচিত আমাদের খাদ্য ও সৌন্দর্য এবং অন্যান্য চাহিদা মেটানো। উদাহরণস্বরূপ, গৃহায়ন/হাউজিং-এর জন্য উপাদান। আমরা যখন কৃষিকাজ করি, তখন আল্লাহ্ আমাদের যা করতে আদেশ করেছেন আমরা তাই করছি। আমরা যখন চাষ করি তখন আমাদের খুশি হওয়া উচিত কারণ আমরা তাঁর আদেশ পালন করছি।*
- সৃষ্টির অধিপতি হওয়া থেকে কি বোঝানো হয়েছে? (পোকোমচি জাতির গল্পটি চিন্তা করে দেখুন)
  - *আধিপত্য করার অর্থ হল কোন কিছুর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, জলের ব্যাগ দিয়ে, আমরা জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি - এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে না। সৃষ্টিকে শাসন করতে আমাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সেতু তৈরির নিয়ম। সেতু ছাড়া নদী নির্ধারণ করে আমরা কোথায় যেতে পারি। একটি সেতু বা একটি নৌকা দিয়ে, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমরা কোথায় যেতে চাই। এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয় যে আমরা অনুভব করি যে আমরা সৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার জন্য আমাদের সৃজনশীল উপায় নিয়ে অবিরত আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করতে হবে।*

আমরা যখন আধিপত্য করি, কাজ করি এবং সৃষ্টির যত্ন নিই তখন আমরা আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করি। আমরা এটিকে বলে থাকি সৃষ্টির সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখা।

সৃষ্টির সাথে সঠিক সর্ম্পক

ছোট দলের আলোচনা (২-৩ টি দল)

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা *: প্রত্যেক গ্রুপে* ***ভিজ্যুয়াল এইডস:*** *সৃষ্টির কার্ড এবং ফাকাঁ কার্ড- এর একটি সেট দিন।*

ছবি সহ কার্ড গুলোর দিকে তাকান। সৃষ্টির সাথে সঠিক সম্পর্ক আছে কি না সে অনুযায়ী তাদের সাজান। তারপর, আপনার সম্প্রদায়ের উদাহরণ আঁকতে ফাঁকা কার্ড ব্যবহার করুন (সঠিক সম্পর্ক/ভাঙ্গা)।

সৃষ্টির কার্ড

পশুদের প্রতি যত্নবান 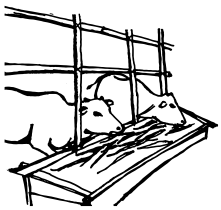	**পরিষ্কার পানি** 	**বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খাবার**
☺ পশুদের দেখাশোনা করতে বলা হয়েছে। আমাদের তাদের জন্য উপযুক্ত খোয়াড়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা আমাদের ঘরে রোগ না আনে। এটি সৃষ্টির উপর আধিপত্যের অংশ।	☺ কূপ তৈরি করা এবং ফিল্টার বা ফুটন্ত জলের মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে জল পরিষ্কার করা আমাদের দেহের জন্য পানিকে পান করার উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে যাতে এটি আমাদের অসুস্থ না করে।	☺ আমাদের প্রয়োজনে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। এটি জমির কাজ করার অংশ। একটি রান্নাঘরের সাথে বাগান একটি পরিবারের জন্য আরও পুষ্টিকর খাবারের জন্য একটি ভাল উপায় হতে পারে।
কৃষিকাজ 	**গৃহ-নির্মাণ করা** 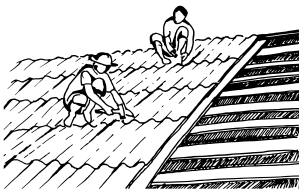	**পয়ঃনিষ্কাসন**
☺ আল্লাহ্ আমাদের যে জমি দিয়েছেন তা আমাদের চাষ করতে হবে। এটা আমাদের পরিবারের জন্য প্রদান করা হয়েছে, আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য না। মাটিকে আরও উর্বর করার জন্য আমাদের সেচ পদ্ধতি এবং উপায়গুলি প্রয়োগ করতে হবে যাতে এটি আরও বেশি উৎপাদন করে।	☺ আমাদের রোদ ও বৃষ্টি থেকে আশ্রয় দরকার। আমাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা সৃষ্টির প্রতি আধিপত্যের অংশ। আমরা আর রোদ এবং বৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না।	☺ ল্যাট্রিন রোগ কমায় এবং আমাদের পরিবেশকে সুস্থ রাখে। আমাদের পরিবেশের যত্ন নিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এটি আমাদের অসুস্থ না করে।
মাছ ধরা 	**গাছ কাটা** 	**ইঁদুরের ফাঁদ** 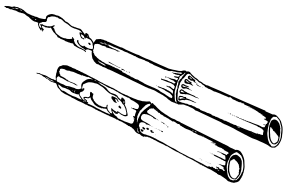
☺ মাছ ধরা আরেকটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে পারি।	☹ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা যখন গাছ কেটে ফেলি, তখন আমরা যেন সবসময় নতুন গাছ লাগাই। গাছ হল আল্লাহ্‌র দান যা ভূমিধস এবং ক্ষয় রোধ করে, সেইসাথে মাটি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। যদি আমরা গাছ কেটে ফেলি এবং জমি ব্যবহার না করি তবে এটি দ্রুত বর্জ্য জমিতে পরিণত হবে যা উতপাদনশীল নয়।	☺ ইঁদুরের ফাঁদ আমাদের খাদ্য খায় এমন ইঁদুর কমাতে সাহায্য করতে পারে। ইঁদুরের ফাঁদ জটিল হওয়ার দরকার নেই। বাঁশ দিয়ে ইঁদুরের ফাঁদ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের সৃষ্টিকে আধিপত্য করতে হবে এবং ইঁদুর যেন আমাদের মধ্যে অসুস্থতা বয়ে না আনে।
মাছির ফাঁদ	**মাছির প্রকোপ থেকে খাবার রক্ষা করা**	**মশারি টানিয়ে ঘুমানো**

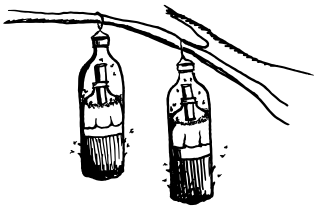		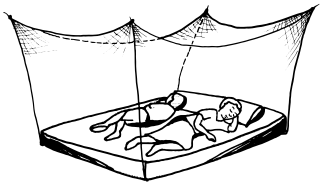
☺ মাছি ফাঁদ রোগ বহনকারী মাছির সংখ্যা কমিয়ে দেয়। মাছির সংখ্যা কমানো একটি উপায় যা আমরা সৃষ্টিকে আধিপত্য করতে পারি।	☺ আমাদের খাদ্য ঢেকে রেখে মাছি দ্বারা বাহিত রোগ থেকে আমাদের পরিবারকে রক্ষা করতে হবে।	☺ মশারিতে ঘুমালে আমরা ম্যালেরিয়া বা অন্য মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হব না তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
ময়লা ফেলার স্থান	**শুকনো/অর্নুবর জমি** 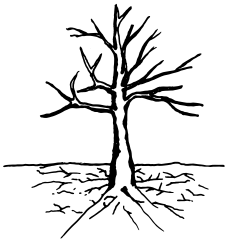	**কূপ খনন**
☹ আল্লাহ্ আমাদের আমাদের পরিবেশের যত্ন নিতে বলেছেন। এর মানে আমাদের এটিকে সুন্দর রাখা উচিত যাতে এটি আল্লাহ্‌কে সম্মান করে। মাটিতে আবর্জনা না ফেলে আবর্জনার পাত্রে ফেলতে হবে।	☹ সেচ বা প্রাকৃতিক সারের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের অনুৎপাদনশীল জমিকে উৎপাদনশীল জমিতে ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।	☺ কূপগুলি হল জলে প্রবেশ করার একটি উপায় যা আল্লাহ্ মাটির নিচে দিয়ে দিয়েছেন। কুয়ার পানি আমাদের পরিষ্কার ও সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।
সবজী চাষ 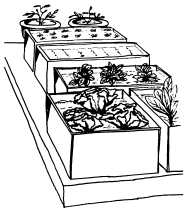	**বাড়িতে পশু পালন** 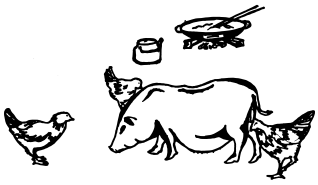	**ইঁদুর খাবার খেয়ে ফেলা**
☺ শাকসবজি চাষ করা আরেকটি উপায় যা আমরা আমাদের পরিবারের জন্য সরবরাহ করতে পারি।	☹ প্রাণীদের কখনই আমাদের খাবারের কাছে থাকা উচিত নয়। তারা রোগ বহন করে। আমাদের প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাদের জন্য খোয়াড় তৈরি করতে হবে।	☹ ইঁদুর রোগ ছড়ায় এবং আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার খায়। আমাদের খাদ্যকে ইঁদুর থেকে রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের এলাকায় ইঁদুরের সংখ্যা কমানোর জন্য ফাঁদের মতো জিনিস ব্যবহার করতে হবে।

রিপোর্ট দেয়া

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *যখন তারা দলীয়ভাবে কাজ শেষ করবে, তখন প্রতিটি কার্ডের দ্বারা তাদের প্রশ্ন করুন:*

- আমরা কি এই কাজগুলো আমাদের সম্প্রদায়ে করে থাকি?
- ভালো কার্ডের ক্ষেত্রে, কীভাবে আমরা এই কাজ আরও করতে পারি?

- খারাপ কার্ডের ক্ষেত্রে, কীভাবে আমরা এই কাজ বন্ধ করতে পারি?

ভালোবাসা প্রয়োগের উপায়

আসুন আমরা ২-৩টি ধারণা বেছে নিই এবং ভালোবাসা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে এগুলি করতে ব্যবহার করতে পারি সে সম্পর্কে চিন্তা করি। যে কোন একটি এখান থেকে বেছে নিন এবং চিন্তা করুন এক্ষেত্রে কীভাবে ভালোবাসা প্রয়োগ করতে পারেন।

অনুশীলনী ৩: আমরা ভবিষত্য পরিবর্তন করতে পারি

মূল বিষয়

১. আল্লাহ্ আমাদের পরিবর্তন করতে চান। আমাদের জীবনের জন্য তাঁর একটি উদ্দেশ্য আছে। তিনি চান আমরা যেন বৃদ্ধি পাই এবং আমাদের জীবন উন্নত হোক।
২. আমরা এমন মানুষ হতে পারি যারা অন্যদের জন্য পরিবর্তন আনতে পারে (যেমন ঈসা এবং মা নিকোল)। এমনকি একজন ব্যক্তি হতে পারি যে বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করে পুরো শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইডস: দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের ছবি।
২. ভিজ্যুয়াল এইডস: ঈসা এবং শেষ যাত্রার ছবি- ৮টি কার্ড।

ভূমিকা

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: ভিজ্যুয়াল এইডসের *দুদর্শাগ্রস্ত পরিবারের ছবি দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন:*

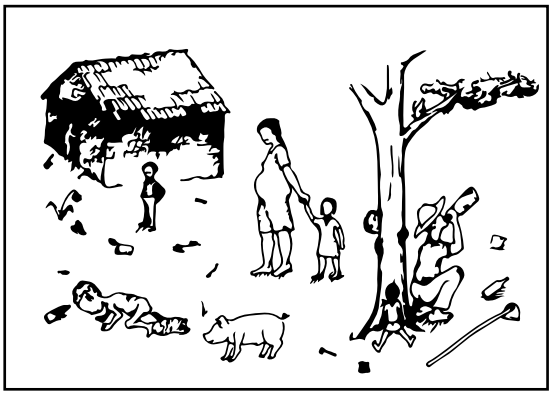

- আপনার কি মনে হয় গত ৬ মাসের মধ্যে এই পরিবার বদলেছে?
- আপনার কি মনে হয় গত বছওে মধ্যে এই পরিবার বদলেছে?
- আপনি কি মনে করেন আগামী মাসে এই পরিবার বদলে যাবে?
- আপনার কি মনে হয় আগামী ৬ মাসে এই পরিবার বদলে যাবে?
- আপনি কি মনে করেন আগামী বছরে এই পরিবার বদলে যাবে?

যদি তারা সব প্রশ্নের উত্তর না দেয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করুন কেন? যদি তারা হ্যাঁ উত্তর দেয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করুন কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটবে?

প্রথম অনুশীলনীতে দেয়া আয়াতটি আবার পড়ুন- গণনাপুস্তক ২৮:১-১৪।

- কোন উপায়ে আল্লাহ্ আমাদের রহমত করতে চান?
- এই আয়াতটি কি এই পরিবারের জন্য প্রযোজ্য?

ইয়ারমিয়া ২৯:১১ পড়ুন।

- আমাদের জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে?
- এই আয়াতটি কি ছবির এই পরিবারের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? কেন অথবা কেন নয়?

ছোট দলের আলোচনা

পরিবারের অন্য একটি ছবি আঁকুন যেমন আল্লাহ্ চান।

একটি পরিবর্তন আনয়ন

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *নীচের বাণীগুলি হল সমস্ত সাধারণ বাণী - আপনি আপনার প্রসঙ্গের সাথে উপযুক্ত বাণী বেছে নিতে পারবেন।*

'রাজার ছেলে রাজা হবে; সন্ন্যাসীর পুত্র সন্ন্যাসী হবে।'

- এই কথার মানে কি?
- আপনি কি একই অর্থ সহ এই মত কোন উক্তি জানেন?

ইয়ারমিয়া ৫:১ পড়ুন।

- আল্লাহ্ কতজন লোককে খুঁজছিলেন? (এক)
- তিনি যদি এই ব্যক্তিকে খুঁজে পান তাহলে কি হবে? (আল্লাহ্ শহরকে ক্ষমা করবেন।)

ইহিস্কেল ২২:৩০-৩১ পড়ুন।

- আল্লাহ্ কতজন লোককে খুঁজছিলেন? (এক)
- তিনি যদি সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পান তাহলে কি হবে? (আল্লাহ্ ভূমি ধ্বংস করবেন না।)
- তিনি যদি সেই ব্যক্তিকে খুঁজে না পান তাহলে কী হবে? (আল্লাহ্ তার ক্রোধ ঢেলে দেবেন।)

কিতাব অনুসারে, এমনকি একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ্কে অনুসরণ করেন তিনি পুরো শহরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

একজন হওয়া ব্যক্তি যিনি পরিবর্তন আনতে পারেন।

বড় দলের আলোচনা

লূক ৭:১১-১৭ পড়ুন।

এই গল্পটি ঘটে যখন ঈসা এবং তাঁর শিষ্যরা ছেলের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় সময়ে একজন বিধবার সাথে দেখা করেন। ঈসার শিষ্যরা উত্তেজিত কারণ তারা এইমাত্র একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেছে। বিধবা ও অন্তেষ্টিক্রিয়ার জনতা কাঁদছে।

- এই গল্পটিতে কি ঘটেছে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *পরিবর্তন আনতে পারে এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে আমরা যে প্রধান ধারণাগুলি শিখতে পারি তা পর্যালোচনা করতে* ***ভিজুয়াল এইডস*** *থেকে ঈসা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়রা কার্ডগুলি ব্যবহার করুন।*

পরিবর্তন নিয়ে আসে এমন একজন ব্যক্তি হওয়ার জন্য যিশু ৭টি জিনিস করেছিলেন। চলুন দেখে নেই সেই বিষয়গুলো:

১. **ঈসা বিধবাকে লক্ষ্য করলেন।** ভিড় ছিল অনেক মানুষ। ঈসার শিষ্যরা এইমাত্র যে অলৌকিক কাজটি দেখেছিলেন তা নিয়ে উত্তেজিত হয়েছিল। যাইহোক, ঈসা ভিড়ের মাঝখানে তাকে লক্ষ্য করলেন। আমরা যদি এমন মানুষ হতে যাই যারা পরিবর্তন আনে, তাহলে আমাদের এমন মানুষ হতে হবে যারা অন্যদের লক্ষ্য করে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা ব্যক্তিদের দেখতে পাই, শুধু ভিড় নয়।

২. **তার হৃদয় বিধবার কাছে চলে গেল।** আমরা যদি পরিবর্তন আনতে চাই তবে আমাদের সহানুভূতি বোধ করতে হবে। আমাদের এমন মানুষ হওয়া দরকার যাদের হৃদয় ভেঙ্গে যায় যখন অন্যের চাহিদা দেখে। প্রায়ই আমরা দেখা বন্ধ করি এবং যত্ন নেওয়া বন্ধ করি। আমরা যখন আমাদের সম্প্রদায়ের অভাবী কাউকে দেখি তখন আমরা কী করি? আমরা যখন এমন একজন মাকে দেখি যার স্বামী পরিবার ছেড়ে চলে গেছে বা দাদা-দাদি ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে দেখেছি তখন আমরা কী করি? আমরা কি সহানুভূতি অনুভব করি? আপনার সম্প্রদায়ের জন্য আপনাকে আরও ভালবাসা দিতে আল্লাহ্র কাছে অনুগ্রহ যাঞ্চা করুন। তিনি যেভাবে দেখেন সেভাবে আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের দেখার জন্য আল্লাহ্র কাছে অনুগ্রহ যাঞ্চা করুন।

৩. **ঈসা তাকে উৎসাহ দিলেন।** প্রায়শই লোকেদের তাদের যত্ন নেওয়ার এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য কাউকে প্রয়োজন হয়। এটা ভাবা সহজ যে আমাদের সত্যিকার অর্থে লোকেদের সাহায্য করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন কিন্তু প্রায়শই যাদের সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যই তাদের পাশে এসে তাদের উতসাহিত করতে হবে।

৪. **ঈসা কফিন স্পর্শ করলেন।** ঈসা যখন এটি করেছিলেন, তখন তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা তাঁর সংস্কৃতিতে ভুল ছিল। ইহুদিরা কফিন স্পর্শ না করাতে বিশ্বাসী ছিল না, তারা মনে করে স্পর্শ করলে আপনি অশুচি হবেন। ঈসা কাউকে সাহায্য করার জন্য অশুচি হতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমাদের ঝুঁকি নিতে এবং লোকেদের সাহায্য করার জন্য নোংরা বা অশুচি হতে ইচ্ছুক হতে হবে। লোকেরা আমাদের সম্পর্কে কথা বলতে পারে বা অপছন্দ করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের যা করতে বলছেন তা আমাদের করতে হবে।

৫. **তিনি মোনাজাত করলেন।** আল্লাহ্র কালাম এবং মোনাজাতের মধ্যে শক্তি আছে। ঈসা যখন মোনাজাত করেছিলেন তখন সেই ব্যক্তিকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করা হয়েছিল। আপনি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন সেখানে মোনাজাত করতে ভুলবেন না। মানুষের জন্য মোনাজাত করতে সময় নিন। ঈসা সত্যিই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারেন এবং সব ধরণের প্রয়োজনের যত্ন নিতে পারেন এই বিশ্বাস করুন। লোকেদের মোনাজাত করতে শেখান যাতে তারাও আল্লাহ্র শক্তি জানতে পারে।

৬. **একটি ফলাফল ছিল**। যুবকটিকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করা হয়েছিল। তেমনি আমাদের কাজের ফলাফল পাওয়া উচিত। আপনি যদি সাহায্য করতে চান তবে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে শুরু করুন যা আপনি সহজেই করতে পারেন। আপনি যখন সাফল্য পাবেন, লোকেরা আগ্রহী হবে এবং আরও বেশি লোক জড়িত হতে ইচ্ছুক হবে। পরবর্তীতে আপনি আরো কঠিন জিনিস করতে সক্ষম হবে।

৭. **আল্লাহ্ মহিমান্বিত হলেন।** শেষ পর্যন্ত গৌরব যেন আল্লাহ্র কাছে ফিরে যায় সর্বদা নিশ্চিত করুন যে যখন সবকিছু শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়।

মা নিকোলের গল্প

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেয়ার আগে নিচের গল্পটি তাদের বলুন।*

মামা নিকোল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে (ডিআরসি) থাকেন। টিসিটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর, মা নিকোল অনুভব করেছিলেন যে বিধবা এবং তাদের সন্তানরা কীভাবে জীবনযাপন করছে তা বোঝার জন্য তার এলাকার একটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই সম্প্রদায়ে, বিধবাদের সমাজে কোন স্থান নেই এবং আয় রোজগারের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যেহেতু তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য একজন পুরুষ নেই, তাই তারা প্রায়শই অন্যদের দ্বারা শোষিত হয়। অনেকে আত্মহত্যা করে এবং শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য পতিতাবৃত্তি করে। মা নিকোল এই মহিলাদের সাথে দেখা করার সাথে সাথে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশিরভাগ তাদের শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না কারণ তারা স্কুলের ফি বহন করতে পারে না। তিনি ১০ জন বিধবাকে চিহ্নিত করেছেন যারা সবচেয়ে বেশি অভাবী। তাদের মোট ৪০টি সন্তান ছিল।

মামা নিকোল বিধবাদের এই দলটিকে সাবান বানানো শেখানো শুরু করেন। তার জামাত থেকে একটি উপহার তোলা হয়েছিল যাতে তারা সাবান তৈরির যোগানের জন্য মহিলাদের অর্থ ঋণ দিতে পারে। সাবান তৈরি এবং বিক্রির এই উদ্যোগটি সমস্ত বিধবাকে খাদ্যের মতো মৌলিক জিনিসগুলির জন্য অর্থ বহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপার্জন করতে সক্ষম করেছিল। কিন্তু মামা নিকোলের জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। তিনি বিধবাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। স্কুল ফিতে সাহায্য করতে অর্থ উপার্জন করার জন্য, তিনি একটি গাছের নার্সারী শুরু করেছিলেন - বীজ রোপণ করা এবং তাদের প্রতিপালন করা যতক্ষণ না তারা চারা হয় যা প্রতিটি ১ ডলারে-এ বিক্রি করা যেতে পারে। তিনি নার্সারিতে একজন বধির এবং মূক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন এবং গির্জার কিছু যুবকও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য তার সাথে কাজ করেছিল। তিনি এই যুবকদের কলা চাষের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাদের সাহায্যে জামাতের জমিতে ৫০টি কলাগাছ স্থাপন করেছিলেন। নার্সারি এবং কলা গাছ লাগানোর ফলে বিধবাদের সকল সন্তানদের স্কুলের ফি পরিশোধের জন্য যথেষ্ট লাভ হয়।

ছোট দলের আলোচনা

- মা নিকোল কীভাবে তার সম্প্রদায়ে পরিবর্তন এনেছেন?
- আপনি কি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কাউকে জানেন যিনি একইভাবে কাজ করছেন?
- এক্ষেত্রে কি আপনার জামাত কিছু করতে পারে? কিভাবে?

রিপোর্ট দেয়া

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীরা উত্তর দেয়ার পর, নিচের বিষয়গুলি তাদের কাছে তুলে ধরুন।*

যে বিষয়গুলো আমরা মামা নিকোলের কাছ থেকে শিখতে পারি:

- মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমাদের হৃদয় থাকতে হবে এবং তা করার জন্য সময় উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হতে হবে।
- আমাদের সম্প্রদায়ে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমাদের সময় নিতে হবে। মানুষের সাথে আস্থা তৈরি করতে আমাদের নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।
- আমাদের মানুষের কথা শুনতে হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে অনেক লোক শুধু অনুভব করতে চায় যে লোকেরা তাদের যত্ন করে এবং তাদের ভালবাসে। যদি তারা যত্নশীল বোধ করে তবে তাদের উপদেশ শোনার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের বিচার করার মনোভাব নেই কিন্তু এমন একটি মনোভাব যা সত্যিই সাহায্য করতে চায়। লোকেরা যদি মনে করে যে আপনি তাদের বিচার করছেন, তাহলে তাদের আপনার সাথে আলোচনা করার এতটা সম্ভাবনা থাকবে না।
- আমাদের নতুন ধারনা তৈরী করতে হবে যাতে লোকেরা নতুনভাবে কাজের উপায়ের সম্ভাবনা দেখতে পায়। প্রায়শই মানুষ জানে না কিভাবে তাদের জীবন পরিবর্তন করতে হয়। দরিদ্ররা প্রায়শই অনুভব করতে পারে যে তারা তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারবে না এবং সহজেই একটি ভিন্ন জীবনযাপনের চেষ্টা ছেড়ে দেবে। তাদের এমন একজন প্রয়োজন যে তাদের পাশাপাশি কাজ করতে ইচ্ছুক এবং তাদের জীবন পরিবর্তন করতে তারা কী করতে পারে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়।
- আমাদের ধারণাগুলি বাস্তবে ঘটানোর জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক হতে হবে। মামা নিকোল গির্জার সাথে জড়িত ছিলেন, সাবান তৈরি শিখিয়েছিলেন, বীজ রোপণ করেছিলেন এবং যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি শুধু লোকেদের কি করতে হবে তা বলেননি; তিনি তাদের শুরু করতে সাহায্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।
- ছোট থেকে শুরু করতে ইচ্ছুক হন। সাবান তৈরি করা সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেনি এবং বিধবাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেনি। কিন্তু এটা ছিল মহান পরিবর্তনের সূচনা। কখনও কখনও আমাদের মানুষকে সাহায্য করার জন্য ধাপে ধাপে এবং দিনে দিনে কাজ করতে হয়। লোকেরা দ্রুত বড় পরিবর্তন করবে বলে আশা করবেন না। তাদের শুরু করার জন্য প্রথমে সহজ পদক্ষেপগুলি দিন, যা তারা সম্পন্ন করতে পারে এবং সফল বোধ করতে পারে। মানুষ একবার একটি ছোট জিনিসে সফল হলে, তারা আরও বড় কিছু চেষ্টা করতে ইচ্ছুক হবে।
- পরিবর্তনের সময় লাগে। সময়ের সাথে সাথে এই গল্পগুলো ঘটেছে।

একটি সাহায্যকারী দল

কখনও কখনও মানুষকে সাহায্য করার জন্য উপায় খুজেঁ বের করা কঠিন। আরও ধারণা পেতে সক্ষম হওয়ার একটি উপায় হল একটি সাহায্যকারী দল তৈরী করা। এটি এমন একদল লোক হতে পারে যারা সপ্তাহে একবার একত্রিত হয় কারণ তাদের লোকেদের সাহায্য করার ইচ্ছা রয়েছে। তারা প্রত্যেকে সাহায্য করছে এমন লোকেদের জন্য তারা একসাথে মোনাজাত করতে পারে এবং তারপর পরিবর্তন আনতে সাহায্য করার জন্য তারা যে কোন ক্ষেত্রগুলিতে উপায় বা পথ প্রয়োজন সেগুলি আলোচনা করে নিতে পারে। একসাথে দলটি কেবল একজন ব্যক্তির চেয়ে আরও বেশি ধারণা নিয়ে ভাবতে সক্ষম হবে। সাহায্য বা জ্ঞানের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে ভুলবেন না।

ছোট দলের আলোচনা

পাঠের শুরু থেকে সেই পরিবারের ছবি সম্পর্কে চিন্তা করুন। কিছু উপায়ের কথা চিন্তা করুন যার মাধ্যমে আমরা তাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ্ তাদের জীবন কেমন করতে চান সেই চিত্রে পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারি।

উপসংহার

বড় দলের আলোচনা

জবুর-শরীফ ১৩৯:১৪-১৭ পড়ুন।

কখনও কখনও এটা বিশ্বাস করা সহজ যে আমাদের অতীত আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। আমরা যদি গরীব হয়ে জন্মাই, তবে আমরা সবসময়ই দরিদ্র থাকব; আমাদের পরিবার যদি কৃষক হয় তবে আমরা কৃষক হব। যাইহোক, আপনার জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা আছে। আপনি অনন্যভাবে নির্মিত হয়েছেন। আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিভা এবং বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যা আপনি ব্যবহার করবেন এবং যে পরিবারে তিনি চেয়েছিলেন সেই পরিবারে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি চান, তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তা ব্যবহার আপনি জীবনে পরিবর্তন আনতে পারেন। আপনারা প্রত্যেকে আপনার পরিবারে, অন্য লোকেদের সাথে বা আপনার সম্প্রদায়ের জন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে পারেন। আপনার জামাত, আপনার প্রদেশ, এমনকি আপনার দেশে পরিবর্তন আনতে আল্লাহ্ আপনাকে আহ্বান করতে পারেন।

অনুচিন্তা এবং প্রয়োগ

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং মোনাজাত করুন :

- আপনি কাকে সাহায্য করতে পারেন? এমন কিছু আছে যা আপনি করতে পারেন?
- আপনি কি সাহায্যকারী দলের অংশ হতে চান?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *দলের মোনাজাত করার সময় হয়ে গেলে, যারা সাহায্যকারী দলে থাকতে আগ্রহী তাদের পরবর্তী বিরতির সময় আপনার সাথে দেখা করতে বলুন। তাদের ৪-৮ জনের দলে বিভক্ত করতে সাহায্য করুন এবং তারা কখন দেখা করবে তার পরিকল্পনা করতে উতসাহিত করুন। ব্যাখ্যা করুন যে, তাদের প্রথম বৈঠকে, তাদের প্রত্যেকের উচিত এমন কাউকে বেছে নেওয়া উচিত যাকে তারা সাহায্য করতে চায়। তাদের পরিদর্শন করতে শুরু বলুন। একে অপরের জন্য মোনাজাত করুন - আপনি যাদের পরিদর্শন করতে যাবেন আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন। দ্বিতীয় মিটিং এ, পরিদর্শন কিভাবে হয়েছে এবং আপনি কি দেখেছেন তা জানান; কিভাবে সাহায্য করতে হবে তার ধারনা তুলে ধরুন। একটি দল হিসাবে, আল্লাহ্‌র কাছে জ্ঞানের জন্য যাঞ্চা করুন এবং সাহায্য করার সম্ভাব্য উপায়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তিনি আপনাকে যে সৃজনশীলতা দিয়েছেন তা ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, একবারে সবকিছু করার চেষ্টা করবেন না। সাহায্য শুরু করার জন্য শুধুমাত্র একটি ছোট এলাকা বেছে নিন।*

অনুশীলনী ৪: আল্লাহ্ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন

মূল বিষয়

আল্লাহ্ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো স্বরণ করুন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইডস: নাটকের ভূমিকা
২. ভিজ্যুয়াল এইডস: সাধারণ অজুহাতের নাটক
৩. ভিজ্যুয়াল এইডস: রির্সোস কার্ডেও ২-৫ টি সেট আলাদা করে কাটা (প্রতি সেটে ২৪টি কার্ড থাকবে)

ভূমিকা

বড় দলের আলোচনা - নাটক

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *ক্লাশের শুরুতে একজনকে ভিজ্যুয়াল এইডস থেকে নাটকটি পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলুন।*

একজন বিশ্বাসী কিতাব ধ্যান করার সময় মথি ২৫: ১৪-৩০ পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি বললেন,

আমি যদি সেই ভৃত্যের মতো হতে পারতাম যাকে ৫ তালন্ত দেওয়া হয়েছিল যাতে আমি আল্লাহ্‌র জন্য মহান কাজ করতে পারি! কিন্তু যে ভৃত্যকে একটি মাত্র তালন্ত দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি মনে করি প্রভু তার উপর খুব কঠিন ছিল! ঠিক আছে, এটি আমার ক্ষেত্রে নয় কারণ আমি মনে করি না যে আমার কাছে আল্লাহ্‌র সেবা করার এবং তাঁর জন্য কাজ করার জন্য কোন প্রতিভা বা বিশেষ উপহার আছে। তা ছাড়া আমি এত গরীব! আমার বাস্তবতা হল আমি অন্য কাউকে সাহায্য করতে পারি না কারণ আমার নিজের অনেক চাহিদা রয়েছে। ওহ প্রভু, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে ব্যবহার করার জন্য কিছু প্রতিভা দিন...'

- নাটকে কী দেখলেন?
- দরিদ্র বিশ্বাসী কি বললেন?
- তিনি কি তার উপলব্ধি সম্পর্কে সঠিক?
- তিনি কেন এমনটা ভাবলেন?

কিতাব স্টাডি

ছোট দলের আলোচনা

মথি ২৫:১৪-৩০ পড়ুন।

<u>১৬-১৮ আয়াত</u>

- চাকররা তাদের তালন্ত দিয়ে কি করেছিল?
- আপনি কি তালন্ত ব্যবহার করেছে সেই দাসদের মত নাকি যে ব্যবহার করেনি তার মত সেটি কি খুজেঁ পেয়েছেন?

<u>১৯-২৩ আয়াত</u>

- প্রভু/মালিক যখন ফিরে আসেন তখন কী করেছিলেন?
- যারা তাদের তালন্ত বহুগুণ বাড়িয়েছে তাদের তিনি কী বলেছিলেন?

<u>২৪-২৮ আয়াত</u>

- যে দাস তার তালন্ত লুকিয়ে রেখেছিল তার সমস্যা কী ছিল?
- প্রভু/মালিক তাকে কি বললেন?
- কেন আপনি মনে করেন যে অনেক বিশ্বাসী তাদের তালন্ত ব্যবহার করে না?
- আমরা কি করতে পারি?

রিপোর্ট

আমাদের অজুহাত দুর করা

বড় দলের আলোচনা- সাধারণ অজুহাতের নাটিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *৫ জনকে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। প্রত্যেকের হাতে যেন* ***ভিজ্যুয়াল এইডস*** *থেকে সাধারণ অজুহাতের বিষয়টি থাকে।*

> **বৃদ্ধ ব্যক্তি:** 'ওহ, আমি যদি এখনও যুবক হতাম। তাহলে আমার তালন্ত দিয়ে প্রভুর সেবা করার শক্তি থাকবে। এখন আমি অনেক বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত।'
> **যুবক:** 'ওহ, আমি যদি বয়স্ক হতাম। তাহলে আমি আরও প্রভাব ফেলতাম, এবং আমি সত্যিই আমার তালন্ত দিয়ে প্রভুর সেবা করার জন্য লোকেদের নেতৃত্ব দিতে পারতাম। এটা এখন খুব কঠিন কারণ আমি অনেক ছোট।'
> **ব্যবসায়ী ব্যক্তি:** 'ওহ, আমি যদি আরও সময় পেতাম। আমি আমার কাজে এতটাই ব্যস্ত যে অন্যকে সাহায্য করার সময় পাই না।
> **অশিক্ষিত ব্যক্তি:** 'ওহ, আমি যদি আরও শিক্ষিত হতাম। আমি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুধুমাত্র যাজক অন্যদের সাহায্য করতে পারেন কারণ তিনি বাইবেল স্কুলে গিয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।'
> **দরিদ্র ব্যক্তি:** 'ওহ, আমার যদি আরও টাকা থাকত। তাহলে আমি সত্যিই প্রভুর সেবা করতে পারতাম। আমি এখন খুব গরীব নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্য করতে পারি না।

ছোট দলের আলোচনা

- এই অজুহাতগুলির মধ্যে কোনটি আপনি প্রায়শই আপনার জামাতের অন্যদের কাছ থেকে শুনতে পান?
- এখান থেকে আপনি কি কোন অজুহাত ব্যবহার করেছেন?
- যে দাস তার তালন্ত লুকিয়ে রেখেছিল তার অজুহাত কী ছিল? (মালিক কঠোর; তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি ভুল করবেন।)
- এই অজুহাত কি মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল? (না)
- আপনি কি মনে করেন আমাদের অজুহাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য?
- এই অজুহাতগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা কী করতে পারি?

আল্লাহ্ আমাদের যা দিয়েছেন তা আমাদের দেখতে শুরু করতে হবে।

বড় দলের আলোচনা

প্রায়ই আমরা শয়তানের মিথ্যা কথা শুনি এবং বিশ্বাস করি আমাদের কিছুই নেই। আমরা নিজেদেরকে অন্যদের সাথে তুলনা করি এবং শুধুমাত্র আমাদের যা নেই তা দেখতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ এই পর্যন্ত আমাদেও যা দিয়েছেন সেইগুলো আমরা আবার দেখবো।

আমাদের আরও স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করার জন্য, আমরা ৩টি ভাগে চিন্তা করব: প্রকৃতির-ভিতওে, প্রকৃতির-বাইরে, রূহানিক।

১. <u>**প্রকৃতির-ভিতরে**</u> বলতে বোঝায় সমস্ত উপহার এবং ক্ষমতা যা আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন। যেমন: কথা বলার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, খাবার রান্না করার ক্ষমতা এবং আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা।
২. <u>**প্রকৃতির-বাইরে**</u> বলতে বোঝায় সেই সমস্ত সম্পদ যা আল্লাহ্ আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ে দিয়েছেন। যেমন: জল, ভূমি, সূর্য এবং বিদ্যালয়।
৩. <u>**রূহানিক-জিনিসগুলিকে**</u> বোঝায় যা আমাদের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কারণে আছে। উদাহরণস্বরূপ: অলৌকিক ঘটনা, মোনাজাত এবং আল্লাহ্‌র শক্তি।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা *পরবর্তী কার্যকলাপ করার আগে নিশ্চিত করুন যে অংশগ্রহণকারীরা ৩টি ভাগের মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে।*

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের দলে ভাগ করুন এবং তাদের ভিজ্যুয়াল এইডস রিসোর্স কার্ডের একটি সেট দিন।*

প্রতি দলে যা থাকবে:

রিসোর্স কার্ডগুলিকে ২টি ভাগে সাজান::

১. সম্প্রদায়ের কাছে কি কি সম্পদ আছে
২. সম্প্রদায়ের কাছে কি কি সম্পদ নেই

আপনার সম্প্রদায়ে থাকা আরও ৫টি জিনিসের কথা চিন্তা করুন। তাদের একটি কার্ডে লিখুন। (তাদেরকে মনে করিয়ে দিন যে আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি সেই ৩টি শ্রেণীর সম্পদ বিবেচনা করতে।) কোনো দলের কাছে কি "আমাদের কাছে নেই" এমন কোন সম্পদের তালিকা আছে?

যদিও এটা অনুভব করা সহজ যে আমাদের কিছুই নেই, কিন্তু সত্য হল ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। আমাদের যা নেই তা নিয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে, ঈশ্বর ইতিমধ্যে আমাদের যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করতে হবে।

মথি ২৫:২০-২৩ আবার পড়ুন।

- আল্লাহ্ আমাদের যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করলে কী হয়? (তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি আমাদের আরও বেশি দেন।)
- আমরা কি আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত কিছু ব্যবহার করি?

- কীভাবে আমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত কিছু ব্যবহার করে আরও ভাল হতে পারি?

কৃষকগণ

বড় দলের আলোচনা

আমাদের ভিতরে থাকা সম্পদগুলি প্রায়শই আমাদের বাইরের সম্পদগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঈসায়ী হিসাবে আমরাও উপলব্ধি করি যে রূহানিক সম্পদগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে বহুগুণ করতে পারে।

নিচের গল্পটি পড়ুন:

ক্যারিবিয়ান দ্বীপের কনস্টানজায়, জমি উর্বর। এখানে প্রচুর পানি আছে এবং জলবায়ু চাষের জন্য ভালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, জাপানিরা যারা জাপানের কঠিন পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে এসেছিল তারা এই এলাকায় চলে আসে। তারা যখন পৌঁছেছিল, তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না - শুধু তারা যে পোশাক পরেছিল। তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে থাকতেন এবং তাদের সাথে একসাথে চাষাবাদ করতেন। উভয় দলই দরিদ্র ছিল এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছিল। ২০ বছর পর জাপানি কৃষকরা ধনী হয়েছিলেন। তাদের বড়, সুন্দর বাড়ি ছিল। যাইহোক, স্থানীয় কৃষকরা এখনও দরিদ্র এবং এখনও যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে।

- এটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল?
- কী ঘটেছিল?

উভয় গ্রুপেরই ঠিক একই রকম ভৌত সম্পদ ছিল - বাইরের সম্পদ। পার্থক্য ছিল তাদের ধারণায়, তাদের ভেতরের সম্পদে। জাপানিরা বিশ্বাস করত যে কিছু কঠিন হলেও আপনার সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করা উচিত এবং আপনার কখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্থানীয় কৃষকরা বিশ্বাস করত তাদের জীবন কখনোই বদলাবে না। তারা বিশ্বাস করত যেহেতু তাদের পিতা-মাতা দরিদ্র তাই তারাও গরিব হবে। তারা অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার চেষ্টা করেনি, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে দরিদ্র হওয়া তাদের ভাগ্য।

- মানুষের চিন্তাধারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? সম্পদের কোন শ্রেণীতে 'চিন্তা' রয়েছে?
- এই গল্প থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সাহায্য করুন যে এটি একই জমি ছিল। পার্থক্য ছিল তাদের বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে। স্থানীয় কৃষকদের মতোই জাপানিদের কাছে ভালো প্রাকৃতিক-বাহিরের সম্পদ ছিল না। জাপানিদের যে সুবিধা ছিল তা ছিল আরও ভালো প্রাকৃতিক-অভ্যন্তরীণ সম্পদ। আমরা যদি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার জন্য আল্লাহ্‌র কালাম ব্যবহার করি তবে আমাদের কাছে ভাল প্রাকৃতিক-অভ্যন্তরীণ সম্পদও থাকতে পারে।*

অনুচিন্তা এবং প্রয়োগ

আল্লাহ্ আপনাকে যা দিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করুন এবং মোনাজাত করুন। 'আমাদের কাছে সম্পদ আছে'-তে থাকা সমস্ত কার্ড, তালন্তের দৃষ্টান্ড় এবং কৃষকদের গল্প বিবেচনা করুন। প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করুন যেন তিনি আপনাকে যে সমস্ত সংস্থান দিয়েছেন তা দেখতে আপনাকে সাহায্য করতে এবং আপনাকে তার মহিমার জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে সহায়তা করতে।

অনুশীলনী ৫: শয়তান একজন মিথ্যাবাদী

মূল বিষয়

শয়তান কাজ, আশা, মানবতা এবং সৃষ্টির মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি স্তরে রয়েছে। তার মিথ্যা আমাদের দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইডস: মিথ্যার কার্ড - ৮
২. ছোট ছোট চিহ্ন- যেমন হতে পারে পাতা, শিমের বীজ, নুড়ি পাথর, দাঁত খোচানো কাঠি- যেন মিথ্যার কার্ডের উপর রাখা যায়।

ভূমিকা

কেউ কি কখনো আপনাকে মিথ্যা বলেছে? আপনি এটা বিশ্বাস করেছেন? কি হলো? কীভাবে সেই ব্যক্তির সাথে আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিলেন? (পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে কয়েকজনকে বলার সুযোগ দিন। আপনি এমন একটি সময়ের গল্পও শেয়ার করতে চাইতে পারেন যখন আপনি নিজেই একটি মিথ্যা বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে আপনার কাজ করেছিলেন।) মিথ্যা আমাদের প্রভাবিত করতে পারে! যখন আমরা একটি মিথ্যা বিশ্বাস করি এবং এটির উপর কাজ করি, তখন আমরা আমাদের কর্মের জন্য অনুশোচনা করতে পারি। আসুন দেখি কিতাব কী বলে যে মিথ্যা কীভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

বড় দলের আলোচনা

ইউহোন্না ৮:৪৪ আয়াত পড়ুন।

- এই আয়াতটি কিভাবে শয়তানকে বর্ণনা করে? (খুনি, তার মধ্যে কোন সত্য নেই, মিথ্যাবাদী, মিথ্যার জনক।)
- শয়তান বলতে পারে এমন মিথ্যার কিছু উদাহরণ কী কী?
- শয়তানের মিথ্যা কি আজকে আমাদের প্রভাবিত করে?

শয়তান মিথ্যাবাদী! এদিকে জবুর-শরীফ ১১৯:১৬০ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলে, "তোমার কালামের সমষ্টি সত্য. তোমার ধর্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী।"

আল্লাহ্‌র কালাম সত্য যা আমরা সর্বদা বিশ্বাস করতে পারি। যাইহোক, শয়তান মিথ্যার জনক। প্রথম থেকেই মিথ্যা বলেছে, আজও মিথ্যা বলে চলেছে। শয়তান চায় আমরা দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত হই। তিনি জানেন যদি আমরা আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলি তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র রহমত পাব। তিনি চান না যে এটি ঘটুক, তাই সে আমাদের কাছে মিথ্যা বলে।

কি ধরণের মিথ্যা কথা শয়তান বলে?

বড় দলের আলোচনা

শয়তান অনেক উপায়ে আমাদের মিথ্যা বলে। আজ আমরা তার কিছু মিথ্যার পর্যালোচনা করব যা আমাদের দরিদ্র রাখে।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *মিথ্যার কার্ড দিয়ে শুরু করুন। সমস্ত ভিজ্যুয়াল এইডসের মিথ্যার কার্ড মেঝেতে রাখুন (বা দেয়ালে রাখুন)। নিশ্চিত করুন যে ক্লাস মিথ্যা বুঝতে পারে। এখনও সত্য আলোচনা করবেন না। এখন ক্লাসকে তাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রতিটি মিথ্যার উপর একটি মার্কার (পাতা, শিমের, টুথপিক্স, নুড়ি...বা কাগজে চিহ্ন) লাগাতে বলুন।*

শয়তান যে মিথ্যাগুলো বলে	আল্লাহ্‌র সত্য
কাজ একটি অভিশাপ এবং একটি ভারী বোঝা. যতটা সম্ভব কম কাজ করা ভাল। 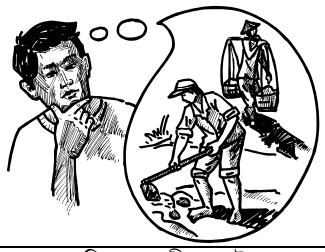	আমাদের কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; আদম পতনের আগে কাজ করেছিলেন (পয়দায়েশ ২:১৫)। কাজ আমাদের মর্যাদার অংশ এবং একটি উপায় যার দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করতে পারি (ইফিষীয় ৪:২৮, কলসীয় ৩:২৩)।
আমরা গরীব হয়ে জন্মেছি, আর গরীব হয়েই মরব।	আল্লাহ্ আমাদের রহমত করবেন যদি আমরা তাঁর প্রতি বাধ্য থাকি (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫-১৬, ইউহোন্না ১৪:২৩)।
আমরা এত গরীব যে আমাদের দেওয়ার দরকার নেই। অন্য মানুষ আমাদের দান করবে। 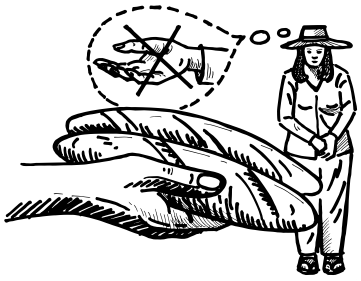	এমনকি দরিদ্রতমকেও দান করা থেকে ছাড় দেওয়া হয় না। (মার্ক ১২:৪১-৪৪, ১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:৭-১৪)। ম্যাসেডোনিয়ানরা (সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ) পৌলের সময় দান করেছিল (রোমীয় ১৫:২৬)। মালাখির বইতে আল্লাহ্ লোকেদের বলেছেন যে তারা রহমতপ্রাপ্ত নয় কারণ তারা আল্লাহ্‌কে প্রথমে রাখে না। তিনি তাদের তাঁকে পরীক্ষা করতে বললেন এবং দেখুন কি হবে যদি তারা তার আদেশ অনুসারে দিতে শুরু করে (মালাখি ৩:৮-১২)। আমাদের দিতে হবে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে আল্লাহ্ আমাদের সবকিছু দিয়েছেন এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা তিনি আমাদের দিতে ইচ্ছুক।
আল্লাহ্ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে যত্নশীল। 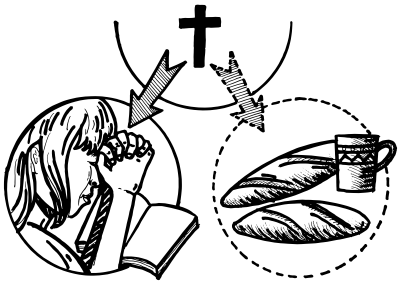	আল্লাহ্ আমাদের জীবনের সমস্ত দিক সম্পর্কে চিন্তা করেন (১ করিন্থিয় ১০:৩১)। সমস্ত বিষয় সকল পতনের কারণে ভেঙ্গে গিয়েছিল (রোমীয় ৮:২২), এখন তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক তাঁর সাথে পুনর্মিলন করতে চান (কলসিয় ১:১৯-২০)।
আল্লাহ্ শুধুমাত্র চান যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সুসমাচার প্রচার করি-আমাদের তাদের শারীরিক/মৌলিক চাহিদার যত্ন নেওয়ার দরকার নেই।	আল্লাহ্ আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে বলেছেন। যখন তিনি মেষ ও ছাগলের বর্ণনা দেন, তখন তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে ভালবাসা খাদ্য, জল এবং আশ্রয় প্রদান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ২৫:৩১-৪৬)। আমাদের প্রতিবেশী কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আল্লাহ্ শমরিয় একজন অপরিচিত ব্যক্তির গল্প বলেছিলেন যে রাস্তায় আহত হয়েছিল এবং তাকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছিল (লূক ১০:২৫-৩৭)।

আমরা অন্য কারো কাছ থেকে অর্থ নেয়া ছাড়া আমাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারি না। 	আল্লাহ্ ইতিমধ্যে আমাদের রহমত করেছেন। আমাদের চোখ খুলে দেখতে হবে এবং আল্লাহ্ ইতিমধ্যেই আমাদের যা দিয়েছেন তা দেখতে হবে এবং তা ব্যবহার করা শুরু করতে হবে (২ রাজাবলী ৪:১-২)। যদি আমরা আল্লাহ্ আমাদের যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করি এবং অন্যকে রহমত করি, তাহলে তিনি আমাদের রহমত করবেন (মথি ২৫:১৪-৩০)। মডিউল ২-এ আমরা মিসেস লি সম্পর্কে কথা বলেছি, যিনি লোকেদের ধারণা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আজ আমরা মামা নিকোলের বিধবাদের সাহায্য করার উপায় সম্পর্কে শুনেছি। এই গল্পগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আর্থিক পরিবর্তন আনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় নয় (জবুর-শরীফ ১১৯:৭২)।
কিছু মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে ভালো। আমরা গুরুত্বপূর্ণ নই। 	আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র দ্বারা বিশেষভাবে তৈরি (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬), এবং আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে এতটাই ভালবাসেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য মরতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যে কোন উঁচু মানুষ এবং নিচু মানুষ নেই (গালাতীয় ৩:২৬-২৮)। তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি আমাদের চান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে (ইফিসিয় ২:১০)।
সুসমাচারের বার্তা শুধুমাত্র আমাদের রূহানিক জীবনকে প্রভাবিত করে। 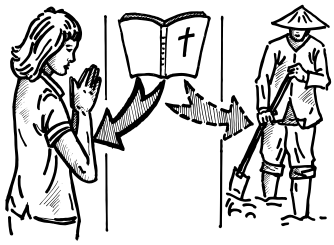	ঈসা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পুনর্মিলনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন (কলসিয় ১:১৯-২০, ১ করিন্থিয় ১০:৩১)।

- শয়তান আমাদের বলে এমন আরও ২টি সাধারণ মিথ্যার কথা ভাবতে পারেন? *(এগুলি ২টি ফাঁকা কার্ডে লিখুন।)*

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের ৩-৪ জনের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে ১-২টি মিথ্যার কার্ড দিন এবং উপরের টেবিলের সত্যর দিকে তালিকাভুক্ত আয়াতগুলি বলুন। তাদেরকে আয়াতগুলো দেখার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিন এবং সেই মিথ্যার জন্য আল্লাহ্‌র সত্য কী তা নিয়ে কথা বলুন।*

রিপোর্ট

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *উপরের সারণীতে তালিকাভুক্ত কোনো সত্য যদি ছোট গোষ্ঠীর দ্বারা আচ্ছাদিত না হয় তবে সেগুলিকে নির্দেশ করতে ভুলবেন না।*

উপসংহার

আমরা দেখেছি যে শয়তান অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে মিথ্যা বলে। তার মিথ্যা আল্লাহ্, অন্যদের এবং সৃষ্টির সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ভগ্নতা সৃষ্টি করে। তার মিথ্যা আমাদের দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা সত্য! পরের পাঠে, আমরা আল্লাহ্‌র সত্যের বিষয়ে এবং কীভাবে সত্য আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত অনুভব করতে সাহায্য করে সেই বিষয়ে দেখব।

অনুশীলনী ৬: আল্লাহ্‌র সত্য আমাদের মুক্ত করে

মূল বিষয়

১. ঈসায়ী হিসাবে আমাদের সত্য জানতে হবে কারণ সত্য আমাদের শয়তানের মিথ্যা থেকে মুক্ত করবে।
২. আল্লাহ্‌র সত্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

৩. ভিজ্যুয়াল এইডস: মিথ্যার কার্ড - ৮

শয়তানের মিথ্যার প্রভাব

বড় দলের আলোচনা

শেষ পাঠে, আমরা শয়তান আমাদেরকে বলে এমন অনেক মিথ্যা আবিষ্কার করেছি। শয়তানের মিথ্যা আমাদের জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

নিচের গল্পটি পড়ুন:

আমরা যেসব এলাকায় কাজ করেছি, তাদের অনেক এলাকায় পানি পেতে লোকজনকে হেঁটে নদীতে যেতে হয়েছে। গ্রামের রাস্তার হিসাব করলে তারা ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত নিয়মিত হাঁটে। তাদের গ্রামে পানি থাকার স্বপ্ন ছিল; তারা দেখা করত এবং প্রার্থনা করত যে আল্লাহ্‌ তাদের জল দেবেন, কিন্তু কোন সংস্থা কখনই কূপ খনন করতে আসেনি। তাই তাদের নদীর পানি আনতে যেতে হবে।

একটি বছরে একটি জামাত থেকে তাদের সম্প্রদায়ের ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করছিল (মডিউল ৩-এ তারা যেটি একেঁছিল) এবং তারা অনুভব করতে পেরেছিল আল্লাহ্‌ চাচ্ছেন যেন তারা একটি কূপ খনন করে যেন তারা পানির সন্ধান পায়। তাই তারা করেছে। সেই সময়ে খুব গরম ছিল, তাই প্রতিটি ব্যক্তি প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য খনন করতে পারে এবং তারপর পরবর্তী ব্যক্তির কাছে খননের কাজ দিতে পারে। কিন্তু ২০-৩০ জন লোক সাহায্য করার কারণে, এটি একজন ব্যক্তির জন্য খুব বেশি বোঝা ছিল না। দিনের শেষে, তারা জলের সন্ধান পেয়েছিল। তারা হতবাক! পরের সপ্তাহে তারা আরেকটি কূপ খনন করে এবং তারপরে আরেকটি। প্রতিটি ব্যক্তিকে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য কাজ করতে হয়েছিল এবং প্রায় একদিনের মধ্যে একটি কূপ খনন হয়েছিল।

অন্যান্য গ্রামগুলো কি ঘটছে তা শুনে নিজেরাও কূপ খনন করা শুরু করে। তারাও পানি খুঁজে পেয়েছে। আজ সেই এলাকায় ২০০ টিরও বেশি কূপ রয়েছে, যার বেশিরভাগই বছরের পর বছর ধরে উন্নত করা হয়েছে কারণ জামাতগুলির আরও সংস্থান হয়েছিল।

বছরের পর বছর ধরে - প্রজন্ম ধরে - তারা একটি কূপ চেয়েছিল। তারা একটি কূপের জন্য মোনাজাত করেছিল। আর সেটি খনন করা তাদের একদিনের কাজ ছিল। একটি কূপ থাকা থেকে তাদের বাধা কি ছিল? এটা তাদের সামর্থ্য ছিল না; একবার তারা খনন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তারা সহজেই পরিচালিত হয়েছিল। তারা যে অলস ছিল তা নয়; তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। এটা তাদের বিশ্বাস ছিল। তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করত যে কূপগুলি প্রচুর সম্পদ সহ বহিরাগতদের দ্বারা খনন করা দরকার। সুতরাং কয়েক প্রজন্ম ধরে তারা একটি কূপের জন্য অপেক্ষা করেছিল, যখন সমাধানটি কেবলমাত্র একদিনের কাজ ছিল।

- ভুল বিশ্বাস কীভাবে লোকেদের প্রভাবিত করেছিল?
    - *তারা নিজেরা কূপ খনন করেনি এবং পানি আনতে তাদের অনেক দূর হাঁটতে হয়েছে*
- পরিবর্তনের কারণ কী?
    - আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে ইচ্ছুক হওয়া।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের দেখতে সাহায্য করুন যে আল্লাহ্‌ তাদের খনন করতে বলেছেন - কি হবে তা নয়। তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন হওয়ার আগে তাদের আনুগত্য হওয়া দরকার। আল্লাহ্‌র কথা শোনা এবং মেনে চলার মাধ্যমেই মিথ্যাকে পরাস্ত করা হয়েছিল এবং তাদের সম্প্রদায়গুলিকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।*

আবার প্রতিটি মিথ্যার কার্ডের দিকে তাকান। প্রতিটি মিথ্যার জন্য, যারা মিথ্যা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহ্‌র সত্যকে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে চিন্তা করুন। উদাহরণস্বরূপ, নম্বর ১ - কাজ একটি অভিশাপ। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে কাজ একটি অভিশাপ তারা কঠোর পরিশ্রম করবে না। সেই দিন পর্যাপ্ত খাবার পেলেই তারা কাজ শেষ করবে। তারা কাজ উপভোগ করবে না এবং সর্বদা যতটা সম্ভব কম কাজ করার উপায় খুঁজবে। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে কাজ আমাদের মর্যাদার অংশ এবং এমন একটি উপায় যা আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে পারি, তাহলে তারা কঠোর পরিশ্রম করবে। তাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে তারা আরও বেশি আয় করতে সক্ষম হবে। তারা কঠিন হলেও অধ্যবসায় করার সম্ভাবনা বেশি এবং তারা দ্রুত হাল ছেড়ে দেবে না।

ছোট দলের আলোচনা

প্রতিটি মিথ্যার বিষয়ের মধ্য দিয়ে যান এবং মিথ্যার প্রভাব এবং সত্যকে বিশ্বাস করার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করুন।

মিথ্যা	মিথ্যাকে বিশ্বাস করার প্রভাব	সত্য	আল্লাহ্‌র সত্যকে বিশ্বাস করার প্রভাব
কাজ একটি অভিশাপ এবং একটি ভারী বোঝা. যতটা সম্ভব কম কাজ করা ভাল।	*আমরা কঠোর পরিশ্রম করব না।*	কাজ আমাদের মর্যাদার অংশ এবং একটি উপায় যার দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করতে পারি।	*আমরা কঠোর পরিশ্রম করব, হাল ছাড়ব না এবং একটি ভাল মনোভাব রাখব। এটি আরও উপার্জন করতে সাহায্য করবে।*
আমরা গরীব হয়ে জন্মেছি, আর গরীব হয়েই মরব।	*আমরা পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না।*	আমরা তাঁর বাধ্য হলে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন।	*আমরা আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়ার চেষ্টা করব এবং আশীর্বাদ পাব।*
আমরা এত গরীব যে আমাদের দেওয়ার দরকার নেই। অন্য মানুষ আমাদের দিবে।	*আমরা দিব না। দশমাংশ কম হবে। আমরা বহিরাগত দাতাদের জন্য আশা করব এবং নির্ভরশীল মানসিকতা রাখব। আমাদের অপেক্ষা করার সময় কিছুই করা হবে না।*	আমাদের দিতে হবে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে আল্লাহ্ আমাদের সবকিছু দিয়েছেন এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা আমাদেও তিনি দিতে ইচ্ছুক।	*আমরা দেখব আমাদের সম্পদ শুধু টাকা নয়। কিছু ঘটতে দেখার জন্য বা পরিবর্তনের জন্য ত্যাগ করতে এবং দিতে হবে।*
আল্লাহ্ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে যত্নশীল।	*আমরা মোনাজাত, ধর্মোপদেশ ইত্যাদির উপর আলোকপাত করার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলি- কাজ, পরিবার, স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে অবহেলা করব।*	আল্লাহ্ আমাদের জীবনের সব দিক সম্পর্কে যত্নশীল।	*আমরা আমাদের কাজ, পরিবার, স্বাস্থ্য এবং সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর ইচ্ছা জানতে চাই। বাধ্যতায় চলার সাথে সাথে জীবনের সমস্ত দিক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মত হবে। অন্যরা আমাদের ভাল জীবন দেখবে এবং এমন জীবন যাপন করতে চাইবে।*
আল্লাহ্ কেবল চান যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সুসমাচার প্রচার করি -আমাদের তাদের শারীরিক চাহিদার যত্ন নেওয়ার দরকার নেই।	*আমরা সুসমাচার প্রচার করব কিন্তু শারীরিক চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখব না। আমরা লোকেদের বলব যে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, কিন্তু তারা প্রায়ই আমাদের বিশ্বাস করে না।*	আল্লাহ্ আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে বলেছেন।	*আমরা শারীরিক/মৌলিক চাহিদা পূরণ করব। লোকেরা আল্লাহ্ ভালবাসা অনুভব করবে এবং সুসমাচার শোনার জন্য আরও উন্মুক্ত হবে।*
আমরা অন্য কারো কাছ থেকে অর্থ ছাড়া আমাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারি না।	*আমরা অপেক্ষা করব এবং কিছুই করব না। আমাদের একটি দারিদ্র্য/নির্ভরতার মানসিকতা থাকবে। কিছুই পরিবর্তন হবে না।*	আল্লাহ্ আমাদের যা দিয়েছেন তা আমরা ব্যবহার করি এবং অন্যকে রহমত করি, তাহলে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন।	*আমরা উদার হব এবং অন্যদের রহমত করার জন্য যতটা সম্ভব করব। আমাদের আল্লাহ্‌র রহমত পেতে হবে।*
কিছু মানুষ অন্যদের চেয়ে ভালো।	*আমরা পরিবর্তন করার চেষ্টা করি না। যারা আমাদের চেয়ে খারাপ তাদের আমরা পাত্তা দেই না।*	প্রতিটি মানুষ বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র দ্বারা তৈরি।	*আমরা প্রত্যেকের সাথে ভালবাসার সাথে আচরণ করব। আমরা তাদের মূল্য এবং সম্ভাবনা দেখব, শুধুমাত্র তাদের সমস্যা নয়।*
সুসমাচারের বার্তা শুধুমাত্র আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করে।	*আমরা পরিবর্তন করার চেষ্টা করি না। আমরা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে একই থাকব। আমরা গরীব থাকব।*	ঈসা শুধুমাত্র রূহানিক বিষয় নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পুনর্মিলন করতে মারা গিয়েছিলেন।	*আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে ঈসা আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে রূহানিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেখতে চান।*

রিপোর্ট

সবাই যদি মিথ্যা না বলে সত্যকে বিশ্বাস করে তবে আপনার সম্প্রদায়ে আপনি কী পরিবর্তন দেখতে পাবেন তা কল্পনা করুন।

- আপনার সম্প্রদায় কি ভাল বা খারাপ হবে?
- আপনার সম্প্রদায় কি আল্লাহ্ যেমন চান তেমন দেখতে হবে নাকি হবে না?

একটি দল হিসাবে, আসুন কিছু সময় মোনাজাত করি যে আল্লাহ্ আমাদের এলাকায় মিথ্যার শক্তিকে ভেঙে দেবেন এবং আমাদের মনকে সত্যে পূর্ণ করতে সাহায্য করবেন।

কিভাবে আমরা মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব?

বড় দলের আলোচনা

ইউহোন্না ৮:৩১-৩২ পড়ুন: "*অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে ঈসা কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; ৩২আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।*"

- কিভাবে আমরা সেই সত্য জানব?
- এই সত্য কি কাজ করবে? (আমাদের কি থেকে মুক্ত করবে?)

আমরা যদি শয়তানের মিথ্যা থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের সেই সত্য দরকার যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিশ্বাসীদের জন্য সত্যের রূহ্ পাঠাবেন যিনি আমাদের সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবে। (ইউহোন্না ১৬:১৩)। আমাদের অবশ্যই মোনাজাত করা উচিত যেন আল্লাহ্ আমাদের সত্য দেখান। আর আল্লাহ্‌র সত্য বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই বাইবেল পড়ার জন্য সময় ব্যয় করতে হবে।

অনুচিন্তন এবং প্রয়োগ

আমরা আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সত্য দেখেছি। কিতাক বলে যে সত্য আমাদের শয়তানের মিথ্যা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু এটা তখনই ঘটে যখন আমরা এটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করি। সত্য শোনাই যথেষ্ট নয় - আল্লাহ্ আমাদের রহমত করতে শুরু করেছেন তা দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই বাধ্য হতে হবে।

আপনি এই সপ্তাহে অনুশীলন করতে চান যে ১-২ সত্য বিষয় কি কি? আপনি যখন সত্যগুলি মেনে চলেন তখন আপনার কাজগুলি কীভাবে আলাদা হবে? মোনাজাত করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করুন যাতে সত্যগুলি মনে রাখতে এবং মেনে চলতে সাহায্য করেন।

অনুশীলনী ৭: নিজ সম্প্রদায়কে বোঝা

মূল বিষয়

১. সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।
২. দলের সবাইকে তাদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তন হতে পারে এমন উপায়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি ব্যাংক নোট- ছোট, সবসময় পাওয়া যায়, স্থানীয় টাকা।
২. বড় ফাকাঁ কাগজ

ভূমিকা

বড় দলের আলোচনা

আমাদের সম্প্রদায়ে পরিবর্তন আনার পরবর্তী পদক্ষেপ হল আমাদের সম্প্রদায়কে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা এবং আমরা কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আশা কী তা স্পষ্টভাবে বোঝা।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *স্থানীয় মুদ্রার ছোট নোট সংগ্রহ করুন, এমন কিছু যার সাথে সবাই পরিচিত হবে। নীচের প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নিন যাতে সেগুলি আপনি যে মুদ্রা ব্যবহার করছেন সে সম্পর্কে হয়। উত্তর জানার জন্য আপনাকে আগে থেকেই প্রশ্ন এবং নোট অধ্যয়ন করতে হবে। এই ক্রিয়াকলাপের জন্য, নোটটি অল্প সময়ের জন্য সবার সামনে ধরুন, যেহেতু এই নোট এর আগে তারা অনেক দেখেছে তাহলে তাদের কিছু প্রশ্ন করুন যার উত্তর তারা মওে করে দিতে পারে। (সম্ভবত তারা অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।)*

আমরা এখন একটি ছোট খেলা খেলতে যাচ্ছি: *(তাদের বলুন আপনার কাছে কোন নোট/টাকা আছে)*

১. নোটে ১ নম্বরটি কতবার প্রদর্শিত হয়েছে?
২. নোটে "এক" শব্দটি কতবার উপস্থিত হয়েছে?
৩. নোটের ক্রমিক নম্বর কোথায়?
৪. সিরিয়াল নম্বর কি রঙ?
৫. নোটের পিছনে কোন প্রাণী আছে?
৬. প্রাণী কি করছে?
৭. নোটের পিছনে কতজন লোক প্রদর্শিত হয়েছে?
৮. নোটের পিছনে শীর্ষের কাছে কোন শব্দগুলি উপস্থিত রয়েছে?

কখনও কখনও আমরা এমন কিছুর সাথে পরিচিত হই যে আমরা সত্যিই এটি আর দেখার মত করে দেখি না। এই পরবর্তী অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল আমাদের সম্প্রদায়কে আবার দেখতে সাহায্য করা এবং আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি সে সম্পর্কে চিন্তা করা।

পরিবারগুলি

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *একটি বড় কাগজে ৩টি বক্স আঁকুন। বক্সগুলিকে 'খুব দরিদ্র', 'গরিব' এবং 'ধনী' হিসেবে চিহ্নিত করুন। প্রতিটি চিহ্নের সাথে মানানসই একটি পরিবার কেমন হবে তা দলটিকে বর্ণনা করতে বলুন। তাদের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে বলুন যেমন:*

- ঘরের বর্ণনা
- খাবার
- পশু
- জমি
- কাপড়-চোপড়
- পড়াশুনা
- চাকরী

একবার এটি সম্পন্ন হলে, ৩টি বক্সের প্রতিটিতে তাদের সম্প্রদায়ের কত শতাংশ লোক রয়েছে তা অনুমান করতে ক্লাসকে বলুন।

উদাহরণস্বরূপ:

ধনী	দরিদ্র	অনেক দরিদ্র
স্থিতিশীল ঘর, প্রচুর চাল এবং পরিষ্কার কাপড়।	তাদের শুধু একটা ঘর আছে, ভেতরে কিছুই	ঘর ধ্বসে পড়ছে। দিনে একটি খাবারই খান -

তাদের রয়েছে একটি টেলিভিশন, মোটরবাইক, ডিভিডি পে-য়ার, গবাদি পশু, সোফা। মাংসের সাথে দিনে ৩ বার খাবারের জন্য যথেষ্ট খাবার রয়েছে। ছেলেমেয়েরা পড়তে গেলে ক্ষুধার্ত থাকে না।	নেই। দিনে মাত্র এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা আছে। জামাকাপড় মাত্র কয়েকটি আছে। মিষ্টি আলুর পাতা খান।	ভাত এবং লবণ। এছাড়া তাদের খাবার কিছু নেই।

সম্প্রদায়

বড় বা ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের তাদের গ্রামের একটি মানচিত্র তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করতে বলুন। ৬ জনের বেশি লোক থাকলে ২ টি দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলকে একটি মানচিত্র তৈরি করতে বলুন।*

আপনি যদি একাধিক সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রশিক্ষণ দেন, তাহলে অংশগ্রহকতারীদের ভাগ করুন যাতে প্রতিটি দল একটি সম্প্রদায়ের হয়।

মানচিত্রটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিতগুলি বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে বলুন:

- *ক. যেখানে মানুষ পানীয় জল পাবে*
- *খ. স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি।*
- *গ. গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান*
- *ঘ. এমন জায়গা যেখানে মানুষ রান্নার জন্য জ্বালানি পায়*
- *ঙ. গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা*
- *চ. বিনোদনমূলক এলাকা/স্থান*

SAMPLE MAP

মানচিত্র সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, কোনটি ভিন্ন এবং কোনটি একই রকম তা দেখতে তাদের মানচিত্রের তুলনা করতে বলুন। যদি তারা একই সম্প্রদায়ের হয় তবে তারা যে বিষয়গুলো আনা হয়নি সেই বিষয়ে একে অপরের কাছ থেকে ধারণা পেতে পারে।

একবার এই মানচিত্রগুলি শেষ হয়ে গেলে, তাদের প্রার্থনায় কিছু সময় কাটাতে বলুন, তাদের সম্প্রদায়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মোনাজাত করতে বলুন। তাদের জিজ্ঞাসা করুন যে তারা কি মনে করে আল্লাহ্ আপনার সম্প্রদায়ে ১০ বছর পর কি পরিবর্তন দেখতে চান। দ্বিতীয় মানচিত্র আঁকুন যা দেখায় যে তাদের সম্প্রদায় এখন থেকে ১০ বছর পর কেমন দেখাবে যদি আল্লাহ্ সমৃদ্ধি আনেন। তারা মানচিত্রে কী যোগ করেছে এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে বলুন। তারা কি পরিবর্তন করেছে - কোন উপায়ে এটি প্রথম মানচিত্রের থেকে আলাদা? জামাত থাকতে পারে এমন কাগজের টুকরোতে প্রতিটি মূল পরিবর্তন লিখুন।

পরের পাঠে আমরা একটি অনুশীলন করতে যাচ্ছি যা আমাদেরকে ভাবতে সাহায্য করার জন্য কিভাবে ম্যাপ ব্যবহার করে ভালোবাসার প্রকাশের পরিকল্পনা করতে হয়। কিন্তু আমরা শেষ করার পূর্বে একটি জামাতের সত্য ঘটনা এবং তারা কী করেছিল তা শুনি।

১৪ নাম্বার রাস্তায় একটি ছোট জামাত, বিচ্ছিন্ন জামাত ছিল। গত ৪০ বছরে কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, এবং এখন কেন কিছু পরিবর্তন হবে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের মানচিত্র আঁকার সময় তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা যে জিনিসগুলি চেয়েছিল তা অন্তর্ভুক্ত করা কি ঠিক ছিল - যেমন একটি ট্রাক্টর? বড় জিনিসগুলি সম্পর্কে কী তারা মনে করেছিল যেগুলি কেবল সরকারই করতে পারে - একটি সেতুর মতো? যেহেতু সরকার গির্জাকে নিপীড়ন করেছিল, তাই জামাতের অনুরোধ অনুযায়ী তারা কখনও করবে বলে তাদের আশা কম ছিল। যাইহোক, তাদের টিসিটি প্রশিক্ষকের উৎসাহে, জামাত তাদের "উন্নতিশীল" মানচিত্রে এই অসম্ভাব্য স্বপ্নগুলিকেও যুক্ত করেছে।

তারা জামাতের দেয়ালে মানচিত্র টাঙিয়েছিল। প্রতি রবিবার তারা প্রার্থনা করত যে আল্লাহ্ সমাজে পরিবর্তন আনবেন। মাসে একবার তারা মানচিত্রের চারপাশে জড়ো হতো এবং আল্লাহ্‌কে তাদের সামনে কী করতে হবে তা দেখাতে বলেছিল। তারা একটি স্কুল বিল্ডিং শুরু করতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ বলেছিল, "এখন নয়"। কেউ একজন দেখিয়েছে যে তাদের মানচিত্রে একটি ট্রাক্টর রয়েছে, তাই তারা একটি ট্র্যাক্টরের জন্য প্রার্থনা করেছিল। তারা মোনাজাত করার সময়, আল্লাহ্ তাদের দেখিয়েছিলেন যে তাদের মাঠে যাওয়ার জন্য কেবল একটি হাঁটার পথ ছিল, তাই একটি ট্রাক্টর সেখানে যাবে না। তাই জামাত হাঁটার পথ প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই বছর গ্রামের প্রত্যেকে অনেক বেশি ফসল তুলতে সক্ষম হয়েছিল কারণ, প্রশস্ত পথের কারণে, তারা তাদের পিঠে বহন করার

পরিবর্তে একটি মোটরসাইকেল ব্যবহার করে যার সাথে একটি কাঠের গাড়ি লাগানো ছিল। পুরো গ্রামটি এতটাই কৃতজ্ঞ ছিল যে তারা গির্জাকে তাদের কিছু অতিরিক্ত লাভ দিয়েছিল যা একটি ট্রাক্টর কেনার জন্য যথেষ্ট!

তারা দেখা করতে থাকে, প্রার্থনা করতে থাকে, তাদের মানচিত্রের দিকে তাকাতে থাকে এবং ভাবতে থাকে যে পরবর্তী কি করা যায়। কূপ, টয়লেট, ঘর মেরামতের স্বপ্ন দেখেছিল এমন অনেক প্রকল্প তারা সম্পন্ন করেছে। এমনকি তারা এমন প্রকল্প গ্রহণ করেছিল যেগুলি তারা কল্পনাও করেনি যে তারা একটি সেতু নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু এখনও স্কুল তৈরী হয়নি। তারপর হঠাৎ একদিন সরকার এসে একটা সুন্দর স্কুল বানিয়ে দিল! আশ্চর্যজনকভাবে, এটি ঠিক সেই জায়গায় নির্মিত হয়েছিল যেখানে তারা তাদের মানচিত্রে এঁকেছিল! ৫ বছর পর, তাদের সমস্ত কঠোর পরিশ্রম এবং আল্লাহ্‌র গুণে, তারা মানচিত্রে সবকিছু সম্পন্ন করেছিল। তারা ইতিমধ্যে সাহায্য করার জন্য প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছে।

উপসংহার

এটা বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে যে আপনার মানচিত্রে আপনার আঁকা পরিবর্তনগুলি দেখতে পাব। কিন্তু আমরা জানি যে আল্লাহ্ শক্তিমান, এবং তিনি আমাদের রহমত করতে চান যখন আমরা তাঁর আনুগত্য করি!

উপরে উল্ল্যেখিত জামাতের মত, আমরা চাই আপনি আপনার মানচিত্র রাখুন। এটি দেয়ালে ঝুলিয়ে দিন এবং প্রতি সপ্তাহে মোনাজাত করুন যে আল্লাহ্ আপনার সম্প্রদায়ের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবেন। আপনি পরবর্তীতে কি করতে পারেন তা দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন। আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশনার মাধ্যমে আপনাকে বিস্মিত করতে পারেন। মনে রাখবেন, তাঁর পথ সবসময় আমাদের পথের চেয়ে ভালো।

আমরা যাবার আগে, আসুন আমরা আমাদের মানচিত্রগুলির নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য কয়েক মিনিট সময় নিই, আমরা যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চাই তা কীভাবে আনতে হয় সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে প্রজ্ঞা চাই। পরবর্তী পাঠে, আমরা কীভাবে আমাদের সম্প্রদায়ে পরিবর্তন করা শুরু করব তার জন্য একটি পরিকল্পনা করব।

অনুশীলনী ৮: পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ

মূলবিষয়

তাদের সম্প্রদায়ে পরিবর্তন আনার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. গত পাঠ থেকে ৩ ধরণের পরিবারের বিষয়
২. আগের পাঠে তৈরী করা ম্যাপ
৩. ফাঁকা কার্ড
৪. একটি মার্কার, কলম অথবা পেন্সিল

ভূমিকা

শেষ পাঠে, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক চাহিদা দেখেছি। আমাদের সম্প্রদায়গুলিতে পরিবর্তন আনার পরবর্তী পদক্ষেপ হল প্রথমে কোনটি দিয়ে শুরু করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

অগ্রাধিকার প্রকল্প

বড় বা ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

১. ৩ ধরনের পরিবারের দিকে ফিরে তাকান - ধনী, দরিদ্র এবং খুব দরিদ্র। পরিবারে আপনি যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চান সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রতিটি কার্ডে লিখুন।
২. সম্প্রদায়ের মানচিত্রগুলি ফিরে দেখুন এবং কার্ডগুলিতে সেখানে পাওয়া পরিবর্তনগুলি লিখুন।
৩. সব কার্ড একসাথে রাখুন। ক্লাসকে সেগুলি দেখতে বলুন এবং দেখুন যে কোনও পরিবর্তন আছে কিনা যা তারা দেখতে আশা করে যেগুলি এখনও তালিকাভুক্ত নয়।
৪. কার্ডগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করুন: খুব গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ নয়।
    - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্ডগুলির জন্য কার্ডে ৩ নম্বর রাখুন ।
    - গুরুত্বপূর্ণ কার্ডগুলির জন্য ২ নম্বর রাখুন।
    - যে কার্ডগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয় তার জন্য ১ নম্বর রাখুন।
৫. কার্ডগুলি আবার একসাথে রাখুন এবং সমস্যাটি সমাধান করা কতটা সহজ সে অনুযায়ী ক্লাসকে সাজাতে বলুন। সমাধান করা সহজ, তাই, এবং সমাধান করা খুব কঠিন।
    - যে কার্ডগুলি সমাধান করা সহজ সেগুলিতে ৩ নম্বর দিন।
    - সহজও না আবার কঠিনও না এমন কার্ডে ২ নম্বর দিন।
    - সমাধান করা কঠিন কার্ডগুলিতে ১ নম্বর দিন।
৬. ৬ মার্ক আছে এমন সব কার্ড খুঁজুন (অথবা কোন কার্ডে ৬ মার্ক না থাকলে ৫ মার্ক)। এই পরিবর্তনগুলি যা অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজ উভয়ই।
৭. এই কার্ডগুলি থেকে ১ বা ২ বেছে নিন যা দিয়ে আপনি শুর‍ু করতে চান।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের পরিকল্পনা

এখন যেহেতু আমরা প্রথম জিনিস(গুলি) বেছে নিয়েছি যেটিতে আমরা কাজ করতে চাই, তাই পরবর্তী পদক্ষেপটি হল ভালোবাসা প্রকাশের পরিকল্পনা করা!

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *মডিউল ১ থেকে ভালোবাসা প্রকাশের পরিকল্পনা করার ধাপগুলি অনুসরণ করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে অংশগ্রহণকারীদের গাইড দিন। এই পাঠের শেষে, তাদের একটি কর্ম পরিকল্পনা করা উচিত এবং এটি করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা উচিত।*

ভালোবাসা প্রকাশের পরিকল্পনার ধাপসমূহ

১. মোনাজাত- *ধারনা দেওয়ার জন্য এবং দলের চিন্তাভাবনা এবং শব্দগুলিকে নির্দেশিত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন।*
২. কার্যক্রম ঠিক করুন আমরা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছি আমরা কী প্রয়োজন দিয়ে শুরু করতে চাই। আমরা প্রার্থনা করার সময় আল্লাহ্‌ কি এই প্রয়োজন মেটাতে কোনো ধারণা দিয়েছেন? *(কথা বলার এবং আলোচনা করার জন্য সময় দিন। একসাথে, আল্লাহ্‌ দলটিকে কী করতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন*

তাতে একমত হন।)

৩. পরিকল্পনা প্রস্তুত করা- *নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন. যদি সম্ভব হয়, কাউকে উত্তর রেকর্ড করতে বলুন যাতে আপনি ভুলে না যান।*

- আপনি কি করতে যাচ্ছেন?
- আপনার কি সম্পদ প্রয়োজন? কোথায় পাবেন সেই জিনিসগুলো? কে পাবে?
- আপনি কাকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন?
- কে সাহায্য করতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে? কে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবে?
- কোন তারিখে আপনি এটা করতে যাচ্ছেন?

৪. মোনাজাত- *প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করতে এবং ফলাফলগুলিকে বহুগুণ করতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহের কাছে মোনাজাত করুন। মোনাজাত করুন যেন তাঁর নাম মহিমান্বিত হয়।*

ধাপ ৫ আপনি পরিকল্পনা করেছেন যে কার্যকলাপ করতে হবে। পরের বার আমরা দেখা করব, আমরা ধাপ ৬ করার মাধ্যমে রিপোর্ট দিব।

উপসংহার

অভিনন্দন! আমরা সত্য কেন্দ্রিক রূপান্ড়র মডিউল ৩ শেষ করেছি! আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সত্য শিখেছি, তাই না? আপনি যেতে যেতে, মনে রাখবেন যে এটি শুধুমাত্র সত্য শোনার জন্য রূপান্তর নিয়ে আসে না, কিন্তু বাধ্য হওয়া শেখায়। আল্লাহ্ আমাদের সত্য দেখিয়েছেন এবং আমাদের সম্প্রদায়ে প্রেমের কী কাজ করতে হবে সেটা দেখিয়েছেন, এখন আমাদের অবশ্যই বাইরে যেতে হবে এবং সেটা অনুসরণ করতে হবে। আমি পরের বার আপনার সাথে থাকার এবং আপনি এই পাঠগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ কী করেছেন তা শোনার জন্য উৎসাহী হয়ে আছি!